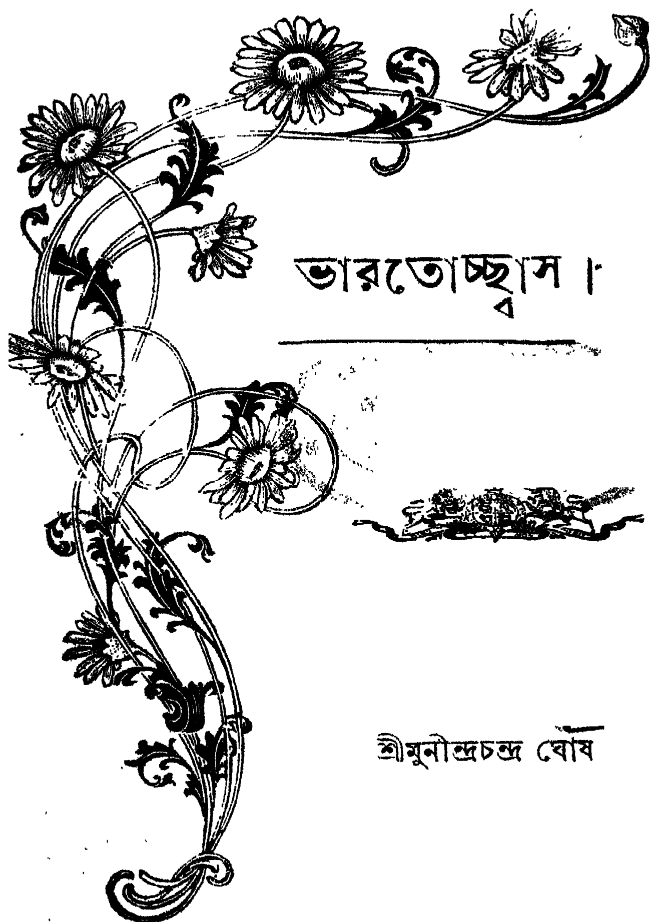


ভারতোচ্ছ্বাস ।

শ্রীমুনীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

মূল্য ॥০ আনা মাত্র

BIRD'S-EYE-VIEW OF THE BRITISH EMPIRE

BY

The Lord of Heaven.

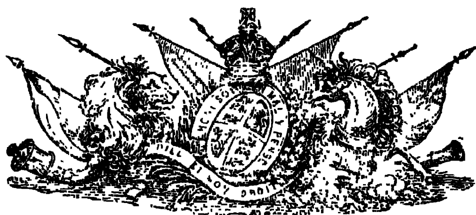
বিমানে দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিবীক্ষণ।

CORONATION

OF

KING EMPEROR GEORGE V.

সম্রাটবর জর্জ্জ পঞ্চমের সাম্রাজ্যাভিষেক।



ভারতোচ্ছ্বাস।

শ্রীমুনীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

১৪২ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

CALCUTTA

1912

PRINTED BY S. C. PAUL,
AT THE
FINE ART PRINTING SYNDICATE,
147, Baranasee Ghoses Street, Calcutta.
1912.

সূচীপত্র।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমার এল্বার্ট এডোয়ার্ডের শিক্ষাভার কেনন্ জন্ নিল্ ডাল্টন্ নামক স্যানড্রিং হ্যাম্ নগরনিবাসী জনৈক শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত হইল। কুমার জর্জ্জ বাল্য-সুলভ-চাপলতা ও উৎসাহপূর্ণ, এবং ক্রীড়া কৌতুক পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা স্বভাবতঃ শান্ত, চিন্তাশীল ও গম্ভীর প্রকৃতি ছিলেন। ইঁহাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র ও ভাব ভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে সম্যক্ মিল ও হৃদ্যতা পরিলক্ষিত হইত। কি অশ্বপৃষ্ঠে, শিকারী কুক্কুরদল অনুসরণে, অথবা তরীবক্ষ হইতে সন্তরণ কারণ সাগরজলে ঝম্পপ্রদান করিতে, প্রায় সকল কার্য্যেই, কুমার জর্জ্জ, তাঁহার অগ্রজের অগ্রগামী হইতেন। তাঁহার জার্ম্মাণ নিবাসী আত্মীয়গণ কুমার জর্জ্জকে "রাইট রয়াল পিকল্" অর্থাৎ "সর্ব্বতোভাবে রাজকীয় মোরব্বা" বলিয়া সাদরে সম্ভাষণ করিতেন। যুবরাজ মহিষী কুমার কুমারীগণকে প্রতি বৎসর সমভিব্যাহারে ডেন্মার্কে স্বীয় পিত্রালয়ে লইয়া যাইতেন; এবং তথায় শার্লটনবর্গে তাঁহার ক্রীড়া কৌতুকে বহুকাল যাপন করিতেন। একদা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের, আগষ্ট মাসে, কুমার কুমারীগণ রম্পেন্ হ্যাম্ নামক স্থানে প্রাচীন হেসিয়ান্ প্রাসাদে গমন করেন। তথায় সমাগত টেকের রাজকুমারী মে ও তাঁহার ভ্রাতাগণ, এবং কেম্ব্রিজ নগরের রাজ-কুমারী মেরীর সহিত নানা ক্রীড়া কৌতুকে কালযাপন করেন। যুবরাজের ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারতভ্রমণ যাত্রাকালে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ বড়ই বিমর্ষ ও বিষণ্ণ হইলেন; এবং যুবরাজের বিদায় গ্রহণকালে কুমার জর্জ্জ কাঁদিয়া আকুল হইলেন, তখন যুবরাজ "তোমাকে তোমার মাতা ও ভগ্নিকে দেখিতে হইবে," এই বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন।

যখন এপ্রেল মাসে যুবরাজ ভারত ভ্রমণ করিয়া সিরাপিস্ জাহাজে ইয়ার মাউথ বন্দরে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন যুবরাজ মহিষী এন্‌চান্‌ট্রেস্ নামক জাহাজে পুত্রকন্যাগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যুবরাজকে সাদরে পুনঃ আহ্বানার্থে তথায় উপস্থিত হন। কুমার কুমারীগণ পিতাকে সুদূর ভারত হইতে নানা পশু, ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি সহ পুনঃ প্রত্যাগত দেখিয়া, আনন্দে পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন। সেই বালক বালিকাদিগের সুমধুর আনন্দ চীৎকার স্মরণ মাত্র ভাবুকদিগের কর্ণকুহর এখনও যেন শীতল করিতে থাকে। যুবরাজ মহিষী সর্ব্বদা পুত্রকন্যাগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাহিরে বেড়াইতে যাইতেন; এবং কুমারদিগের সামান্য শ্বেত নাবিকের পরিচ্ছদ অবলোকন করিয়া জনসাধারণে পরম প্রীতিলাভ করিত; কিন্তু কুমার জর্জ্জ বাল্য-সুলভ-চাপল্য নিবন্ধন এমন একটা কিছু করিয়া ফেলিতেন, যাহাতে জনসাধারণের দৃষ্টি তাঁহার দিকেই আকৃষ্ট হইত। যুবরাজ কুমার কুমারীদিগের সুশিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে তাঁহাদের শৈশবাবস্থা হইতে সমুচিত যত্নবান্ ছিলেন; এবং নৌসমর বিদ্যাশিক্ষা ফলে সকলে কার্য্যদক্ষতা, বহুদর্শিতা, এবং ক্লেশসহিষ্ণুতা গুণ লাভ করে, এই ধারণায় তাঁহার পুত্রদিগের মন যাহাতে ঐ বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হন। গৃহশিক্ষক নৌবিভাগ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে নানা গল্প বলিতেন; এবং কুমার জর্জ্জ্ মনোনিবেশ পূর্ব্বক সাতিশয় আগ্রহের সহিত শুনিতেন। ক্রমে কুমার জর্জ্জের হৃদয়ে নৌবিদ্যা শিক্ষার ইচ্ছা বলবতী হইল। যুবরাজ তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের, জুন মাসে, কুমার জর্জ্জকে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার অগ্রজ স্বর্গীয় ডিউক অফ

ক্ল্যারেন্সের সহিত ব্রিটানিয়া জাহাজে. নৌবিদ্যা শিক্ষার্থে প্রবৃত্ত করাইলেন। কুমার জর্জ্জ অচিরে তথায় প্রশংসা লাভ করিলেন; এবং উত্তরোত্তর নৌবিদ্যাবিভাগে প্রশংসা ও উচ্চ পদ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। যথা—

বয়ঃক্রম।		পদবৃদ্ধি।	তারিখ।
১২ বৎসর		নৌবিদ্যাবিভাগে ১ম প্রবেশ	৫ই জুন খৃ. ১৮৭৭
১৪	ঐ	মিড্‌শিপ্‌ম্যান	৮ই জানুয়ারী, ১৮৮০
১৯	ঐ	সব্ লেপ্টেনাণ্ট	৩রা জুন, খৃ, ১৮৮৪
২০	ঐ	লেপ্টেনাণ্ট,	৮ই অক্টোবর, ১৮৮৫
২৬	ঐ	কমাণ্ডর,	২৪শে আগষ্ট, খৃ, ১৮৯১
২৭	ঐ	কেপ্‌টেন,	২রা জানুয়ারী, খৃ. ১৮৯৩
৩৫	ঐ	রিয়র-এড্‌মিরাল,	১লা ঐ খৃ, ১৯০১
৩৮	ঐ	ভাইস্-এড্‌মিরাল,	২৬শে জুন, খৃ, ১৯০৩
৪১	ঐ	এড্‌মিরাল,	১২ই মার্চ্চ, খৃ, ১৯০৭
৪৪	ঐ	এড্‌মিরাল-অফ্-দি-ফ্লিট,	৩ই মে, খৃ, ১৯১০

আমাদের সম্রাট জর্জ্জ পঞ্চম শিশুকালে প্রিন্স জর্জ্জ বলিয়া অভিহিত হইতেন। সকলে এই নাম দিয়াছিল। ইহার পর যাবৎকাল তিনি জাহাজে নৌবিদ্যা শিক্ষার্থি হইয়াছিলেন, তাবৎকাল তাঁহাকে সবলে এই নামেই ডাকিত। প্রিন্স জর্জ্জ নৌবিদ্যা শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিয়া আপনার অসামান্য পদমর্য্যাদা গৌরব ভুলিয়া সহপাঠীদিগের সহিত সমদর্শি ভাবে মিলিয়া মিশিয়া পাঠাভ্যাসাদি করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে কেবল এই বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি এক স্বতন্ত্র গৃহে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন, ও

দৈনিক ঘটনাদি লিখিয়া প্রাসাদে পত্র পাঠাইতেন। ব্রিটানিয়া জাহাজে তিনি আপন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধার পরিচয় দিয়া অচিরে রণতরির সকল কার্য্য শিখিয়া ফেলিলেন; এবং প্রফুল্লচিত্তে সহপাঠীদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিয়া তাঁহাদের প্রিয়ভাজন হইলেন। দুই বৎসরকাল ব্রিটানিয়া জাহাজে নৌবল্গা শিক্ষা করিয়া ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি অগ্রজের সহিত বেচাণ্টি নামক জাহাজে শিক্ষার্থে গমন করিলেন তথায় প্রিন্স জর্জ্জ তাঁহার স্বভাব সুলভ ঔদার্য্য ও সহৃদয়তা ব্যবহারে সর্ব্বজনের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। বাল্যাবস্থায় ক্রীড়া কৌতুকেও অনেক সময়ে প্রিন্স জর্জ্জের অসীম সাহসের পরিচয় পাওয়া যাইত একদা ফ্রান্সের প্যারিস নগরে যাইয়া তথাকার ইফেল্ টাওয়ারের অত্যুচ্চ চূড়ায় উঠিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবশেষে তিনি স্বীয় জেদ বজায় রাখিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া তিনি যুবজনোচিত শিক্ষার্থিদিগের সহিত নানা ক্রীড়া কৌতুকে লিপ্ত হইয়া কালযাপন করিতেন; এবং ক্রীড়াদিতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। একদা তিনি সহপাঠীদিগকে বলিলেন, তোমারা আমায় প্রিন্স জর্জ্জ বলিতে পাইবে না। তাঁহারা অগত্যা তাঁহার নিষেধ মানিলেন; এবং পরামর্শ করিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন স্প্র্যাট; কথাটি কোন দোষ বা গুণবাচক শব্দ নহে; তিনি সহপাঠীদিগের মধ্যে ছোট ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে এই নাম দেওয়া হয়। ইহাতে ছোট ছোট মাছ বুঝায়। কোন বিষয়ে তর্কবিতর্কের ঘটা ঘোরতর হইলে মুষ্টি চালাইতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি দৃঢ়ব্রত, ও সতত কর্ত্তব্য পরায়ণ ছিলেন; এবং যখন যে কার্য্য করিতেন তখন তাহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দররূপে

সমাধা করিতে বিশেষ যত্নবান্ হইতেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি দিন, কি রাত্রি, তিনি সহপাঠীদিগের ন্যায় পালা মত কার্য্য করিতেন। রাজকুমার বলিয়া করণীয় বিষয়ে আপনার জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থা করিতে দিতেন না। তিনি জাহাজে থাকিয়া জাহাজের সকল অপভাষা শিখিয়া ছিলেন; এবং নাবিকের মত থাকিতেন। নাবিকদিগের ব্যবহৃত হর্ণপাইপ্ নামক বাদ্যযন্ত্র তিনি বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। পরম্পরায় শুনা যায়, পরিবার মধ্যে আমোদ প্রমোদের সময় তিনি এই হর্ণপাইপ্ বাজাইয়া নাচিতেন। এইমতে নৌবিভাগের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। অতএব তাঁহার অগ্রজের অকাল মৃত্যু হেতু যখন তিনি যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার কষ্টের পরিসীমা রহিল না। স্বল্পদিন পরে প্রিন্স জর্জ্জের টেকের রাজকুমারী মেরীর সহিত সম্বন্ধস্থির হয়। ইহা তাঁহার পিতার অনুমোদিত; এবং তাঁহারই বিশেষ উৎযোগে ঘটিয়াছিল। বিশেষতঃ রাজকুমারী সর্ব্বজন পরিচিতা ও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। এই সকল কারণে সম্রাটবর সপ্তম এডোয়ার্ড তাঁহার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন; এবং জনসাধারণে এই বিবাহে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। বিবাহ কার্য্য সমাধানান্তর নব রাজদম্পতি স্যান্ড্রিং হ্যাম পার্কস্থিত ইয়র্ক কটেজ নামক অট্টালিকায় বাস করিতেন। ইহারই কয়েক হস্ত দূরে রাজরাণীর প্রিয় প্রাসাদ। ইয়র্ক কটেজ বাড়ীটি বেশী বড় ছিল না, প্রয়োজন মতে ইহার আয়তন বৃদ্ধি হয়।

আমাদের সম্রাট এখানে বহুকাল যাপন করিয়াছিলেন। এস্থানে

থাকিয়া তিনি অনেক সময় স্বহস্তে কৃষিকার্য্যাদি ও মৃগয়া করিয়া সুখে কালযাপন করিতেন। তিনি পত্নীর পক্ষে আদর্শ পতি, এবং পুত্রকন্যাগণের সম্বন্ধে আদর্শ পিতা ছিলেন। যখনি বাহিরে যাইতেন, সেই সময় হইতেই তিনি তাহাদের জন্য কিছু না কিছু লইয়া আসিবেন, এই আশায় তাঁহার পুত্রকন্যাগণ তাঁহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় থাকিতেন। সন্তানদিগের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি পিতার আদর্শ ছিলেন। তিনি শিশু পুত্রকন্যাদিগের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে শিশুভাবে মিশিয়া থাকেন। তিনি তাঁহাদের নিকট পরীর গল্প করেন, ও দেশদেশান্তরের গল্প করিয়া থাকেন। তাঁহারা সেই গল্প সকল অভিভূত চিত্তে শুনিয়া থাকে। পঞ্চম বৎসরকাল পর্য্যন্ত আমাদের সম্রাট স্বীয় সন্তানগণকে নানাক্রীড়া কৌতুকছলে কিণ্ডারগার্টেন মতে শিক্ষাপ্রদান করেন; এবং বহুদিবস পল্লীগ্রামে নিবাসনিবন্ধন তাঁহাদের প্রাকৃতিক মাধুর্য্য ও শোভা অবলোকনে, বুদ্ধির, ও হৃদয়ের বিকাশ হয়। কি খেলনায়, কি আহারে, কি পরিচ্ছদে আমাদের সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ স্বীয় সন্তানদিগের জন্য সামান্য রূপ ব্যবস্থা করিতেন। যখন রাজকুমারগণ বিদ্যার্থে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদের পিতা সম্রাট্ জর্জ্জ পঞ্চম তাঁহাদিগের উন্নতি সন্দর্শনার্থে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে দেখিতে যাইতেন; এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যখন নৌশিক্ষার্থে কুমারগণ জাহাজে গমন করিলেন, তখন এক পুত্রকে কিছু অসুস্থ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আত্মোন্নতি পক্ষে আমার পুত্র বলিয়া তুমি রেহাই পাইবে না, ইহা তোমার যেন স্মরণ থাকে।" পিতৃমাতৃ ভক্তি ও সেবা পক্ষে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ পুত্রের আদর্শ ছিলেন। তিনি পিতার দৈনিক কার্য্য সকল অভিনিবেশে পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতেন, এবং সকল

কার্য্যেই পিতার অনুসরণ করিতেন। তিনি সুবক্তা; এবং অনেক সময়ে তাঁহাকে বিনা প্রস্তুত হইয়া সুন্দর বক্তৃতা করিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার দুইটি বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত; যথা,—ডাকের টিকিট সংগ্রহ করা; এবং আপনার, পত্নীর ও পুত্রকন্যা-গণের সম্বন্ধে সংবাদপত্রে সংবাদাদি সংবাদপত্র হইতে কাটিয়া সংরক্ষণ করা। তাঁহার পিতামহী সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গারোহণ হইলে, তাঁহার পুত্র সম্রাটবর সপ্তম এডোয়ার্ড স্বীয় জননীর অভিমতে যুবরাজ জর্জ্জকে সাম্রাজ্য ভ্রমণে যাত্রা পক্ষে অনুমতি প্রদান করেন। যুবরাজ জর্জ্জ ১৯০১ খৃ, মার্চ্চ মাসে, ওফির নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ যাত্রা করিয়া—জীব্রালটর, মালটা, এডেন, সিলোন, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থান বাহিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড, এবং পরিশেষে কেনেডা রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। এইরূপ ভ্রমণের ফলে তিনি পৃথিবীর পঞ্চমাংসাধিক ভূভাগ পরিব্যাপ্ত একচত্তারিংশৎ কোটি মানব নিবাস বিশাল সাম্রাজ্য জীবনও অভাব বিষয় বিদিত হইয়া যে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কোন প্রজার ভাগ্যে ঘটে নাই। গৃহে প্রত্যাগমনান্তর তাঁহাকে সাদরে পুনরাহ্বানার্থে গিলড্ হলে যে মহা সভার অধিবেশন হয়, সেই সভায় তাঁহার চিরস্মরণীয়, উপদেশপূর্ণ, সারগভ বক্তৃতা শুনিয়া সভাস্থ সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন; এবং মনে মনে ভাবিয়া ছিলেন, যে, এই বক্তৃতায় ভাবি সম্রাটের সাম্রাজ্য সম্বন্ধে বক্তব্য ব্যক্ত হইতেছে। যুবরাজ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, "তাঁহারা পঞ্চচত্বারিংশৎ মাইল পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন; তন্মধ্যে অর্ণবপথে ত্রয়োত্রিংশৎ মাইল। ইহা বোধ হয় সকলে গৌরবের বিষয় মনে করিবেন যে, এই বিশাল ভূভাগ মধ্যে, পোর্টসেড্ ব্যতীরেকে সকল স্থানেই ব্রিটিশ

পতাকা উড্ডীয়মান দেখিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু ইহা অতীব বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইবে, যে, ঐ সকল ভূভাগের রাজ্যশাসন, বাণিজ্য ও রাজ্যোন্নতি পক্ষে সকল বিষয়ের ভারই আমাদের স্বদেশীয়, কতিপয় ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। এই মহোন্নত অবস্থা ও পদপ্রাপ্তি এবং সংরক্ষণ. তাঁহাদের মহোন্নত গুণের কেবল পরিচায়ক মাত্র। অদ্য অত্র সমবেত প্রধান বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের নিকট আমার এই বক্তব্য. যে, সুদূর জলধি-পারস্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অপর রাজ্যসমূহের বাণিজ্য ব্যবসায়ী-দিগের এই ধারণা, যে, যদি তাহাদের প্রাচীন রাজ্যের বাণিজ্য বিষয়ের পূর্ব্ব গরিমা, ও অপরাপর জাতির উপর প্রাধান্য রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের উপনিবেশাদির বাণিজ্য বিস্তার ও সংরক্ষণ সম্বন্ধের, সততঃ সজাগ ও যত্নবান থাকা কর্ত্তব্য।"

১৯০৫ খৃ, যুবরাজ মহিষী সমভিব্যবহারে জেনোয়া নগর হইতে রিনাউন্ নামক জাহাজে ভারতভ্রমণ যাত্রা করিয়া ছিলেন। ভারত ভ্রমণান্তে, ভারত পরিত্যাগ করিয়া আসিবার কালীন যুবরাজ বলিয়া ছিলেন, যে, "আমরা সস্নেহে ও কৃতজ্ঞতার সহিত ভারতের নিকট বিদায় লইলাম। আমরা এখানে অনেক দেখিলাম ও শিখিলাম ভারতের সজীব অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করণ সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট দেখিয়াছি; আমাদের ভারতভ্রমণ কাল অপ্রতিহত ভাবে অশেষ জ্ঞান অর্জ্জনে ও শিক্ষালাভে, সুখে অতিবাহিত হইয়াছে।"

১৯০৬ খৃষ্টাব্দ যুবরাজ তাঁহার ভারতভ্রমণ সম্বন্ধে গিলড্ হলে তাঁহার স্বভাবসুলভ বাক্পটুতার সহিত যে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহার সারগর্ভ মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "আমি ভারতবাসীদিগের স্থৈর্য্য, সামান্য জীবিকা, রাজভক্তি, ও ধর্ম্মমতি সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত

হইয়াছি। যাহা আমি তথায় দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা হইতে আমরা এই ধারণা, যে, আমাদের পক্ষ হইতে ভারতে সমধিক সহানুভূতি প্রকাশে, আমাদের ভারতশাসনভার লাঘব হইবার সম্ভবনা।” সাম্রাজ্য পরিভ্রমণান্তে, সাম্রাজ্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যুবরাজের সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ, বক্তৃতা সকলের মর্ম্ম এই, যে, সুদূর “জলধি-পারস্থিত উপনিবেশাদির বাণিজ্য বিস্তার ও সংরক্ষণ পক্ষে, এবং ভারতে, সমধিক সহানুভূতি প্রকাশের আবশ্যকতা পক্ষে, জাগরিত হও।” আমাদের সম্রাট্ জর্জ্জ পঞ্চমের নৃপমণি-উচিত কোন গুণের অভাব নাই। তিনি সরল এবং উদার, সাহসী এবং পরোপকারী, কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং দৃঢ় ব্রত, স্বজন সুহৃদ এবং সুহৃদ-বৎসল্। এই বৎসর ২২শে জুন তারিখে লণ্ডন নগরে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবি নামক ধর্ম্মালয়ে মহাসমারোহে সম্রাটবর পঞ্চম জর্জ্জের সাম্রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের প্রারম্ভে তাঁহাদের ভারতে শুভাগমন হইলে ১২ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীনগরে এক মহাসভায় সম্রাট জর্জ্জ পঞ্চম ও সাম্রাজ্ঞী মেরী আসিয়া বিরাজ করিয়াছিলেন; এবং তথায় মহা সমারোহে তাঁহাদের সাম্রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা ঘোষণাপত্র সব্বজন সমক্ষে পঠিত, এবং ঘোষিত হয়। এক্ষণে ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরম সৌভাগের বিষয় বলিতে হইবে, যে, নৌবস্থাবিভাগের উচ্চ শিক্ষায় সুশিক্ষিত সর্ব্বগুণ বিভূষিত, যুবরাজ, প্রজাবৎসল স্বীয় মহিষীর সহিত এই বিশাল সাম্রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

উপসংহারে জগদীশ্বরের সমীপে আমাদের এই ঐকান্তিক প্রার্থনা, যে, আমাদের নব সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী দীর্ঘজীবী হইয়া সততঃ প্রজাবৎসলাভাবে প্রজারঞ্জন ও পালনকার্য্যে নিরত থাকিয়া, এই সুবিশাল স্বসাগরা স্বদ্বীপা মহা সাম্রাজ্যের অতুল ও বিপুল ঐশ্বর্য্য উপভোগ করুন।

সাম্রাজ্ঞী মেরীর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা।

সাম্রাজ্ঞী মেরী অতীব সুলক্ষণা। যে স্থানে ও যে মাসে সর্ব্ব-পূজ্যা রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জন্ম হয়, ইহাঁরও সেই স্থানে ও সেই মাসে জন্ম হইয়াছিল; অপিচ তিনিও ভিক্টোরিয়া আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, ২৬শে মে তারিখে, সাম্রাজ্ঞী মেরী কেন্‌সিংটন প্রাসাদে, সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ধাত্রীগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে তাঁহাকে সকলে রাজকুমারী মে বলিয়া ডাকিত; এবং এই নামে দীনদরিদ্রদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার হেতু তিনি জনসাধারণের বিশেষ পরিচিত, এবং পরম শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। তিনি পিতৃমাতৃ উভয়কুলেই রাজকুলসম্ভূতা। তাঁহার জননী কেম্‌ব্রিজ নগরের রাজকুমারী মেরী, নৃপবর তৃতীয় জর্জ্জের পৌত্রী ছিলেন; এবং তাঁহার পিতা, স্বর্গীয় ডিউক্ অফ্ টেক্ পিতৃকুলে নৃপবর দ্বিতীয় জর্জ্জের কন্যা রাজকুমারী এনির কুলসম্ভূতা। সাম্রাজ্ঞী মেরীর পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে হঙ্গেরিয়া রাজকুলভাবের অভাব ছিল না। কারণ, বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার পিতামহীর পূর্ব্বপুরুষ হঙ্গেরিয়ার প্রথম রাজার বংশে বিবাহ করেন। শৈশবস্থায় তিনি সহোদরদিগের সহিত পাঠাভ্যাসে, ও ক্রীড়াদিতে লিপ্ত থাকিয়া, কেন্‌সিংটন প্রাসাদে সুখে কালযাপন করিতেন; এবং দীনহীনজনের প্রতি তাঁহার মাতার করুণা ও সদয়ভাব বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেন। যে শিক্ষা ভবিষ্যতে ফলপ্রদ হইয়াছে। রাজকুমারী মেরী সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার

সভার পূর্ব্বাবস্থা হইতে ঐ সভাব ভাবের বশবর্ত্তী হন। কারণ, তাঁহার কেম্‌ব্রিজের পিতামহা এবং কেণ্ট ও গ্লষ্টরের খুল্লপিতামহীগণ উক্ত সভার অলঙ্কার ও ভূষণস্বরূপ ছিলেন; এবং তাঁহার জননা তথায় অসামান্যা রূপবতী বালয়া পারগণিতা হইতেন। উক্ত কারণাদি বশতঃ তাঁহার প্রকৃতিতে উন্নতভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গৃহে তিনি স্বীয় জনক জননীর তত্ত্বাবধারণায় শিক্ষালাভ করেন; এবং তথায় তিান চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতপ্রিয়া, এবং ইাতহাস ও অপর পাঠাদি বিষয়ে বিশেষ অনুরক্তা এক তেজঃস্বিনী বালিকা বলিয়া পারাচতা ছিলেন।

রাজকুমারী মেরী ইংরাজবংশীয়া; এবং সমগ্র গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের সর্ব্বসাধারণের প্রীতিভাজন ছিলেন। তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়েই রাজকুলসম্ভূতা। টেকের ডিউক ও ডিউকপত্নী তাঁহার জনক জননী শিশুকালে তিনি ঐ কেন্‌সিংটন প্রাসাদে আড়ম্বরবিহীন ভাবে প্রতিপালিত হন; এবং অন্যান্য সাধারণ বালকবালিকাবৎ একমাত্র অভিভাবিকার সমভিব্যাহারে প্রাসাদ উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। তৎপর তাঁহার পিতামাতা প্রায়ই ফ্লরেন্সে শীতকাল অতিবাহিত করিতেন। রাজকুমারী মেরী তথায় থাকিয়া অতিশয় যত্নসহকারে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতেন; এবং তদ্ব্যতীত আর চারিটি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষালাভ করেন। এমন কি ঐ চারিটি বিভিন্ন ভাষায় অবলীলাক্রমে অনর্গল কথা-বার্ত্তা কহিতে পারেন; তদ্ব্যতীত শিল্প ও সঙ্গীত বিদ্যায় অতি অল্প কাল মধ্যে প্রশংসা ও পারদর্শিতালাভ করেন। তাঁহার গলার আতশয় মধুর। তিনি অধিকাংশকাল তাঁহাল মাতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন; এবং সাংসারিক সকল কর্ম্মেই তাঁহার মাতার

সহায়তা করিতেন। দীনাতুর ব্যক্তিদিগের, বিশেষতঃ হাঁসপাতালস্থিত রোগীদিগের বস্ত্রাদি দান পূর্ব্বক তত্ত্বাবধারণ করা তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। এবম্বিধ বিবিধ সদনুষ্ঠানে, ও মহৎ কার্য্যে ব্রতী থাকায়, কুমারী মেরী সর্ব্বসাধারণের প্রীতি ও প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দরিদ্র প্রতিবাসী ও অধিবাসীদিগের অবস্থা পরিদর্শন পূর্ব্বক আনুকূল্য করায়, সর্ব্বসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমক্ষ ও সামর্থ হইয়াছেন। হাঁসপাতালের রোগীদিগের পরিচ্ছদ প্রস্তুত, এবং প্রত্যহ রাশি রাশি বহুবিধ পত্র লিখনাদি কার্য্যে ও তৎকালে পরাঙ্মুখ হইতেন না। এবম্প্রকার বিবিধ সদনুষ্ঠান, এবং মহৎ কার্য্য স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া এবং জননীকে তদ্রূপ কার্য্যে সহায়তা করিয়া, তিনি জননীর অধিকতর স্নেহভাজন হইয়াছেন। তিনি এই সমস্ত কার্য্য করিয়াও পাঠাভ্যাসে বিরত হন নাই। তৎকালে তাঁহার যেরূপ বয়ঃক্রম হইয়াছিল, তাহাতে অধিকাংশ অঙ্গনাই পাঠাভ্যাস শেষ করিয়া থাকেন। কিন্তু তৎকালে তিনি অধিকতর উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত, দৃঢ়তর ভাবে, নিজ পাঠাভ্যাস করিতেন। তাঁহার সুমতি, সমুৎসাহ, এবং সৎকার্য্যে সহায়তা দেখিয়া তাঁহার জননী অতিশয় প্রীতিলাভ করেন; এবং তাঁহাকে সততই সঙ্গে রাখিতে ভাল বাসিতেন। ইতিহাস পাঠে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ থাকায়, দেশের পূর্ব্বাবস্থা ও পরবর্ত্তী অবস্থার জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। তাঁহার জনক জননী টেকের ডিউক ও ডিউকপত্নী, বহুকাল ফ্লরেন্সে যাপন করিয়া, অবশেষে রিচ্‌মণ্ড পার্কস্থিত তাঁহাদের সুরম্য ভবনে আসিয়া বাস করেন। তথায় রাজকুমারী মেরী তাঁহার শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য এবং অপরাপর ভাষাদির বিশেষ শিক্ষা শেষ করেন। এতদ্ব্যতীত চিত্র ও চিত্রের আদর্শ অঙ্কিত

করিতে পারদর্শিতালাভ করিয়াছেন। কেসিংটন প্রাসাদে থাকিতে তাঁহার এবম্বিধ সদনুষ্ঠানের প্রশংসা সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতে পারে নাই ; কিন্তু হোয়াইট্ লজ্ প্রাসাদে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার যশঃ ও কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। হোয়াইট্ লজ্ নামক প্রাসাদটি একরূপ ঐন্দ্রজালিক দুর্গ বলিয়া বিখ্যাত। এই হোয়াইট্ লজ্ নামক প্রাসাদেই সাম্রাজ্ঞী মেরীর মহা সমারোহে শুভ বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হয় ; এবং পরিণয়ের পরদিবসাবধি ঐ হোয়াইট লজ্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চম জর্জ্জের সহধর্ম্মিণীরূপে সঙ্গে থাকিয়া প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতেছেন। সন্তান প্রতিপালন, স্বাস্থ্যরক্ষা বিধান, ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, বিদ্যাভ্যাস, এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রদান প্রভৃতি কার্য্যে আমাদের সাম্রাজ্ঞী মেরী তাঁহার মাতার আদর্শ-স্বরূপা হইয়াছেন। তাঁহার এই সমুদয় সদ্গুণ ও সৎকার্য্যদক্ষতা দেখিয়া, সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া বিপুল আনন্দানুভব করিয়া গিয়াছেন। আমাদের সাম্রাজ্ঞী রাজ-সভার সকল কার্য্যে সর্ব্বজন পরিচিতা ও প্রশংসনীয়া ছিলেন। তিনি বৃথা আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ না করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ ভাবে স্বকার্য্য সাধনে কালাতিপাত করিতেন ; এবং স্বীয় শান্তিময় সুন্দর নিকেতনে পাঠাভ্যাস ও শিল্পকার্য্যাদিতে নিরত থাকিয়া কালাতিবাহিত করিতেন।

ভ্রম সংশোধন।

সম্রাটের কলিকাতায় শুভাগমনের দিন সংক্ষেপ হইয়া আসায়, সত্বর মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সমাধা হেতু এই পুস্তকে নিম্নলিখিত কতিপয় ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াছে। এক্ষণে উহা সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা দৃষ্টে পাঠ করিবেন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ :
॥০	১১	পঞ্চচত্বারিংশৎ মাইল	পঞ্চচত্বারিংশৎ সহস্র মাইল
॥০	২২	ত্রয়োত্রিংশৎ মাইল	ত্রয়োত্রিংশৎ সহস্র মাইল
১	১	ভারতির স্তোত্র	ভারতীর স্তোত্র
৩	৩	ভারতি	ভারতী
৯	১৪	স্বব	স্তব
২২	৮	মার্ত্তন্ত	মার্ত্তণ্ড
২২	১১	সমাবেত	সমবেত
২২	১৯	বরি	রবি
২৪	৮	মান	মনে
৩৬	১৪	নিরমিতে	নিরখিতে
৪১	৪	চিরায়	চিরায়
৪১	১৪	কীবিটের	কীরিটেরে
৪৫	১০	অভিনেত	অভিনীত
৫১	১১	সমাবেত	সমবেত
৫২	১৪	সম্বোধিলা	সম্বোধি

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৫৩	১৬	যেথা	হেথা
৫৯	১৫	সমাবেত	সমবেত
৬	৩	শুভকার্য্য	শুভকার্য্যে
৬২	৭	দেবরাজে	দেবরাজ
৬৩	৮	অদ্যারধি	অদ্যাবধি
৬৯	৭	তনুষ্ঠানি	অনুষ্ঠানি
৭২	৯	এবে	পোত
৭৬	৭	জয়বরে	জয়রবে
৭৮	২০	দ্বীপালোক	দ্বীপালোকে
৯০	৭	সম্রাট গমনস্থলে	সম্রাটাগমনস্থলে
১০২	৯	ভুঞ্জ	ভুঞ্জে
১০৩	১৪	স্বদ্বীপা	সপ্তদ্বীপা

ভারতির স্তোত্র।

সারদে বরদে মাগো প্রসাদ সন্তানে।
ধরেছি লেখনী করে লিখিব যতনে
মহান্ সাম্রাজ্যেশ্বর অতুল ভুবনে
সম্রাট জর্জ্জ পঞ্চম সাম্রাজ্যাভিষেক
সবিশেষ বিবরণ, মহোৎসবে মাতি ॥
আমি অতি মূঢ়মতি অজ্ঞান মানব।
নাহি জানি স্তবস্তুতি ভক্তি যথাবিধি ॥
নাহি দিব্যগুণ যাহে তব তুষ্টি সাধি
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদি দেবগণ,
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা ঋষি মুনি কিন্নরাদি,
চিরপ্রসাদভাজন হয়েছে তোমার।
নির্গুণ নশ্বর নর কি আছে আমার ॥
কিন্তু যেই গুণহীন সন্তানের মাঝে।
জননীর স্নেহ তার প্রতি সমধিক ॥
উর তবে উর দয়াময়ী বিশ্বরমে।
হৃদয় আসনে আসি নাশিয়া কুজ্ঞানে,
দিব্যজ্ঞান দানে মোর পূর্ণ কর আশা ॥

উর তবে বাগীশ্বরী বাক্য বিনোদিনী।
শ্বেত হাসে শ্বেত সরসিজ নিবাসিনী ॥
বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র আগম পুরাণ।
মুরজ মুরলী বেন বীণা যন্ত্রেশ্বরী ॥
গীত তান নৃত্যবাদ্য তাল সহায়িনী।
মূর্ত্তিমতী ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ॥
সর্ব্বগুণ ধাত্রী সর্ব্ব বিভবদায়িনী।
সর্ব্বলোক বাঞ্ছনীয় মঙ্গলচারিণী ॥
ধৃতি মেধা তুষ্টি পুষ্টি বিদ্যা প্রদায়িনী।
ধরা ইন্দু শান্তি স্মৃতি লজ্জা স্বরূপিনী ॥
ভকত বৎসলা সার অসার সংসার।
একমাত্র তুমি দেবী অজ্ঞাননাশিনী ॥
নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন কৌশল,
তোমা সন্নিধানে শিখি ব্রহ্মা প্রজাপতি,
সৃষ্টিকর্ত্তা, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা আদি,
অসংখ্য, অভাবনীয়, জগত সংসার,
রচিলেন, যাহে তব অজ্ঞান নাশিনী,
পূর্ণ জ্ঞান জ্যোতি প্রভা ভাতে নিরবধি।
অনিত্য সংসারবাসী নশ্বর মানব।
কি গুণে বর্ণিবে তব অপার মহিমা ॥

দেহ মাতঃ পদছায়া এ অভাগা জনে।
ত্রিজগতে নিরাশ্রয় অবোধ পামর॥
ডাকে সকরুণস্বরে ভারতি তোমায়।
প্রসাদ সন্তানে দিব্য বরদানে যাহে,
মন্থিয়া ভারত বিদ্যা অনন্ত সাগরে
লভি যেন সার তত্ত্ব, যেমতি লভিলা,
নানা রত্ন দেবগণ মন্থিয়া জলধি,
কমলা উদ্দেশে যবে ত্যজিলা অমরে,
ভারত সুকীর্ত্তিলক্ষ্মী পুনরুদ্ধারিয়া,
জিনিয়া আর্য্য গৌরবে অনার্য্য সন্তানে,
আর্য্য পূর্ব্ব লুপ্ত যশে পুরায় অবনী।
দেহ এই বর মূঢ়ে বরপ্রদায়িনী॥
চির-সঙ্গিনীরে সাথে লয়ে এস তব
হৃদয় কমলে মম, কল্পনা দেবীরে,
মানস-সরস-পদ্ম কবিকুল মধু।
রচিব মধুর কাব্য বড় আশা মনে।
যে রস পুলকে পান কৈবে নিরবধি।
চির-রাজভক্ত বঙ্গসুতগণ মিলি॥

অমরাবতী।

বৈজয়ন্ত ধামে বহে অনিবার গতি
আনন্দ-লহরী আজি, দুন্দুভির ধ্বনি
পুরিল চৌদিক, ভাঙ্গি নিদ্রা সবাকার।
দেবেন্দ্র ইন্দ্রাণী সনে উঠি সচকিতে,
করি শীঘ্র সমাপন প্রাতঃকৃত্য আদি,
হইয়া ভূষিত দিব্য বসন ভূষণে,
স্বরগ সম্ভবা যত অলৌকিক প্রভা,
ত্বরায় প্রবেশি দেবরাজ সভাগৃহে,
বসিলেন সিংহাসনে রতনে খচিত।
কোটি স্নিগ্ধ ইন্দুপ্রভা ঝলকে যাহার॥
মন্ত্রিবরে সম্বোধিয়া কহিলা দেবেশ।
কহ হে সচিব শ্রেষ্ঠ, কিবা সমাচার ?
সহসা আনন্দোচ্ছ্বাস, কেন স্বর্গধামে
আজি ? নিত্যানন্দ ধাম জগতে এ পুরী॥
উত্তরিলা মন্ত্রিবর, অগোচর কিবা
জগতে দেবেশ ! শিরোধার্য্য তবাদেশ।
বর্ণিতেছি সবিস্তার সংবাদ কুশল॥
সপ্তদ্বীপ বসুন্ধরা মধ্যে সংস্থিত

জম্বুদ্বীপ গোলাকারে, সুত স্বয়ম্ভুব*,
—বিধির মানস পুত্র, মনুর অগ্রজ,—
বংশধর সবে ইহা করিলা বিভাগ
স্ব স্ব নামে নয় বর্ষে, দক্ষিণে সবার,
নাভিরাজ অধিকার রয়েছে বিস্তৃত।
ইন্দুকলা প্রায় নাভি বর্ষ সংস্থিত ॥
হৈলে অভিষিক্ত নাভিস্থলে পুত্র নাভি।
ভারত, তন্নামে হৈলা বর্ষ(১) অভিহিত।
ধীমান, ধরম ব্রত, যাজ্ঞিক, ভারত,
যজ্ঞের প্রশস্ত স্থান পুণ্যক্ষেত্রে গণি,
তায় নির্ব্বাচিলা রাজ্য প্রধান বিভাগ।
বিদিত ভারত(২) নামে হৈলা তদবধি।
দেববাঞ্ছা, পুণ্যক্ষেত্র তেঁই ধরাধামে ॥
বুদ্ধি বিদ্যা ধর্ম্মাকর খ্যাতি তদবধি
ভারত, ভুবন শীর্ষ অগ্রগণ্য স্থল।

---

* স্বয়ম্ভুব বিধির আদি সৃষ্ট মনু, তাঁহা হইতেই মানবকুলের উৎপত্তি। তিনি প্রথম মনু, এবং তাঁহার নামে স্বয়ম্ভুব মন্বন্তর খ্যাত।

৭৭ অধ্যায়, মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

(১) প্রাচীন আর্য্য ভুগোলবেত্তাদিগের মতে, এই লবণ সমুদ্র বেষ্টিত খণ্ডিকৃত পৃথিবী পূর্ব্বে ভারত রাজার অধিকার ছিল বলিয়া ভারতবর্ষ নামে অভিহিত হইত। ৫৬ অধ্যায় মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

(২) ৫৭ অধ্যায়, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর।

তেঁই বেদমাতা নাম হইলা ভারতি ॥
পূতদ্বীপ বলি মহাব্রতন্(৩) বিদিত
ভারত বরষ মাঝে ; ভারত সুদূরে,
জলধি অতলান্তিক(৪) মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ।
উক্ত দ্বীপ রাজকুলে জর্জ্জ পঞ্চম,
—স্বার্থক জনম আজি সম্রাট-প্রবর—
অনুসারি চিরপ্রথা ভারত সম্রাট,
ভারতে আসিয়া আজি সাম্রাজ্যের ভার,
রাজসূয় যজ্ঞাভাগ বিরাট সভায়,
চন্দ্র সূর্য্য বংশধর রাজন্য শোভিত,
করদ রাজন্য অন্য হইয়া বেষ্টিত,
লইবেন স্বীয় করে সাম্রাজ্ঞী সহিতে ।
বামা শোভা, সুলোচনা, অমৃতভাষিনী ॥
ভারতের বহুপুণ্য জন হেথা আসি ।
করিছেন অধিষ্ঠান সুকৃতির বলে ॥

(৩) শব্দকল্পদ্রুম। পূজনীয়া মেডেম, ব্লেভাট্স্কির "আইসিস্ অনভেল্ড্" নামক গ্রন্থে ইহার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। মহাশব্দ ইংরাজিতে "গ্রেট" শব্দে অনুবাদিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রতন শব্দ অদ্যাবধি ব্যবহৃত হইতেছে।

(৪) পাতাল খণ্ড, পদ্ম পুরাণ। সপ্তপাতাল মধ্যে অতল একটি পাতাল বলিয়া গণ্য। অতলে যে সমুদ্র অন্ত হইয়াছে, উহার আর নাম অতলান্তিক. আধুনিক এট্লাণ্টিক। এমেরিকা অর্থাৎ প্রাচীন আর্য্য ও অমর নিবাস অমরিকা, বা অমরাখ্য, প্রাচীন আর্য্য ভুগোলবক্তাদিগের মতে অতল বলিয়া অভিহিত।

পুণ্য হীন কর্ম্ম হীন, যেবা আছে হেথা।
করে বাঞ্ছা পুণ্যক্ষেত্র ভারত ধরায়।
যদি কর্ম্মদোষে মর্ত্ত্যে সংঘটে পতন।
অমর নিচয় হেথা কাম্য ফল আশে।
করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান সেথায় ভারতে(১)॥
লভে স্বর্গ পুনঃ সেথা কর্ম্ম অনুষ্ঠানি॥
দেবতা নিবাস সেথা আছে নিরাকৃত।
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হেতু স্বর্গ মর্ত্ত্যধাম
চিরন্তন, এ কারণ উথলিছে হেথা।
ভারত আনন্দ মহা কল্লোল উচ্ছ্বাস॥
মন্ত্রিবর প্রমুখাত বিস্তার বর্ণন।
শুনি দেব অমরেন্দ্র পুলকিত অতি।
সাধু, সাধু শব্দ পরে কৈলা উচ্চারণ॥
শুনিয়া দেবেন্দ্র বাণি হরষিত মনে।
মন্ত্রিবর যাচিলেন আশীর্ব্বাদ তাঁর।
সম্রাট প্রবর জর্জ্জ পঞ্চম কারণ।
আশিষিলা দেবরাজ সম্রাট প্রবরে।
"দেব ধর্ম্মে রত যেন থাকেন সতত।

(১) ভারত পুরাণাদিতে পুণ্যক্ষেত্র কর্ম্মভূমি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে
৫৭ অধ্যায়, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

ভারতের প্রজা দলে করিতে শাসন ॥”
কহিলেন মন্ত্রিবরে আদেশ নিরদে,
সিঞ্চিতে অমরালয় পূতবারি এবে।
শান্তিবারি রূপে মহাব্রতন উপর ॥

ব্রতন-সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতাদি অন্যান্য রাজ্যের বিবরণ।

সবিস্ময়ে মন্ত্রিবর জিজ্ঞাসে বাসবে ;
প্রভু ক্ষুদ্র বুদ্ধি দাস, অশক্ত বুঝিতে
দেবেশ অনন্ত মায়া। হীন বুদ্ধি নর,
দেব ধর্ম্ম মর্ম্ম ভেদ করিবে কেমনে।
হইলে সম্রাট তবু মানব নশ্বর ॥
কর প্রণিধান কহি ভেদ সবিশেষ ;
সুগম্ভীর স্বরে কহে দেব সুরেশ্বর ॥
দেব ধর্ম্মাভাষ(২) হয় আর্য্য ধর্ম্ম ভবে।
অনন্ত অব্যক্ত শক্তি নিহিত তাহায় ॥

(২) ভূমণ্ডলে আর্য্যজাতি সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইহাদের ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম নামে বিদিত ; এবং ইহা দেবানুমোদিত আর্য্যগণ সেবিত দেবধর্ম্মাভাষ বলিয়া পরিগণিত। এই আর্য্যধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ ; চতুর্ব্বেদ, উপনিষদাদি, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতি নানাগ্রন্থ ও শাস্ত্র ইহার প্রমাণ।

দেবতা অনুমোদিত মহর্ষি সেবিত।
সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে ইহার প্রচার ॥
ত্রিদিব নিবাসী যত ভারত সন্তান।
করিয়া অবলম্বন এ ধর্ম্ম সোপান।
হইয়াছে কৃতকার্য্য আসিতে হেথায়।
আর্য্য ধর্ম্মাভাষ মাত্র অন্য ধর্ম্ম ভবে।
দৈববল পর নাহি বল এ জগতে ॥
অমরত্ব লভে নর দেবত্ব ভারতে।
ধর্ম্মের প্রভাবে আর্য্য জানিহ নিশ্চয়।
আর কহি সবিশেষ শুন মন দিয়া।
দেবমায়া বুঝে হেন মনুষ্য বিরল
আজি ধরাধামে, কিন্তু সমগ্র জগৎ
দেব ধর্ম্ম সুশাসন(৩) বর্ত্তি চিরন্তন।
"দেববাঞ্ছা পুণ্যক্ষেত্র ভারত ধরায়।
মর্ত্ত্যে দেবলোক বলি ঋষি নিদর্শিত"
ভুস্বর্গ(৪) বলিয়া মানি ভারতে ধরায়
স্বর্গাদপি গরীয়সী জানিহ তাহায় ॥

(৩) আর্য্যজাতির ইতিবৃত্ত পুরাণাদি ইহার প্রমাণ।

(৪) বৃহন্নন্দিকেশ্বর, দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি নানা আর্য্যশাস্ত্রে ও গ্রন্থে ভারত ভুস্বর্গ বলিয়া বিবৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে।

ভুস্বর্গে দেবেন্দ্র এক আছেন জানিবে।
দেব ধর্ম্ম সংরক্ষণ কারণ ধরায়।
দেবদল প্রজা তাঁর ভুস্বর্গ নিবাসী॥
দেবমায়া উপলব্ধি না হয় সহসা
নশ্বর মানবকুল; তেঁই কহে সবে,
"কে কবে দেখেছে ভবে দেবতা প্রকৃত"॥
হিমালয় রাজকন্যা দুর্গার জনম
হইলা তথায়, পুণ্য ক্ষেত্রের প্রভাবে,
অচিরে লভিয়া দেবিপূর্ণ শক্তি সেথা,
দুর্দ্ধর্শ শুম্ভ নিশুম্ভ আদি মহাসুরে,(১)
সম্মুখ সমরে নাশি সতী অবহেলে,
নিষ্কণ্টক করিলেন রাজ্য জনকের।
ত্রেতায় কর্ব্বুরকুল হৈলে অত্যাচারী।
ব্যথিত হইলা যবে দেবী বসুন্ধরা।
বিষ্ণু অংশে শ্রীরামের হইল জনম॥
ধর্ম্মের মাহাত্ম্যে পুণ্য ক্ষেত্রের প্রভাবে।
পূর্ণ বিষ্ণুশক্তি তিনি করি আকর্ষণ।
অবহেলে মহাবল রক্ষকুলপতি

(১) মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

রাবণে(২) সংহারি হুনমান(৩) দলবলে।
শিলাবে ভাষায়ে জলে নির্ম্মাণিয়া সেতু।
গিয়া লঙ্কাপুরে বীর ইন্দ্রজিত পিতা।
রাখিলা অপূর্ব্ব কীর্ত্তি মরতে কীর্ত্তিত॥
কংসাসুর অত্যাচারে প্রপীড়িত যবে
হৈলা বসুন্ধরা দেবী, বসুদেব সুত,
কংসারি মধুসূদন(৪) লভিয়া জনম,
অচিরে কংসের নাশ করিয়া সাধন।
নিষ্কণ্টক কৈলা ধরা ধর্ম্ম নিবন্ধন॥
ভুস্বর্গে এমতে নানা দেবতার লীলা।
রয়েছে কীর্ত্তিত কত কি আর কহিব॥
দেবশর্ম্মা(৫) দেববর্ম্মা(৬) উপাধি নিচয়।
দেব, সূর্য্য, চন্দ্রবংশ, দিছে পরিচয়॥
দেব ধর্ম্ম পালনের প্রয়োজন আজি
বিশেষ ভুস্বর্গে তেঁই কহিনু তোমারে।

---

(২) রামায়ণ।

(৩) হুনমান শব্দের অর্থ হুনদল বিশিষ্ট। প্রাচীন সূর্য্যবংশীয় হুনবংশধরগণ সুযোদ্ধা ও দ্রুত অশ্বপরিচালনে সুনিপুণ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এ কারণ হনুমানগণ দলবদ্ধ হইয়া পর-পর বীরভাবে যুদ্ধ করে বলিয়া তাহারা হনুমান অর্থাৎ হুনমান আখ্যা লাভ করিয়াছে। আধ্যাত্মিক রামায়ণ।

(৪) শ্রীমদ্ভাগবৎ। (৫) মৎস্য পুরাণ, কালিকা পুরাণ।

(৬) মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

কে বলে সম্রাট দেবভক্তি বিবৰ্জ্জিত।
দেবতাকুল-উদ্ভব জর্জ্জ পঞ্চম ॥
দেবর্ষি.অনুসন্ধানে গমন বাসনা।
দেব ঋষি ধামে তাঁর হয়েছে ঘোষণা।
ভুস্বর্গে গমনকালে মৃগয়ার ছলে ॥
দয়াধৰ্ম্ম আদি সৰ্ব্বগুণ বিভুষিত।
রঞ্জন পালন প্রজা কার্য্যে সুনিপুণ।
সম্রাট প্রবর আজি জর্জ্জ পঞ্চম ॥
স্বর্গ-আভা সদা ভাতে সাম্রাজ্যে রতন
ধৰ্ম্ম-দ্বেষ হিংসা শূন্য পূর্ণ শান্তিধাম ॥
দেব-আৰ্য্য বাস যত ছিলা পুরাকালে,
ভারত বরষ সৰ্ব্ব বিভাগ মাঝারে।
সাম্রাজ্য মহা রতনে রয়েছে বিস্তৃত।
সুবিশাল আধিপত্যে জর্জ্জ পঞ্চম ॥
অসুর সমরে(৭) যবে দেবতা-নিচয়।
হ'য়ে পরাভুত বিতাড়িত স্বর্গ হ'তে।
বাহি(৮) নদী ঐরাবতী স্বরগবাহিনী।
—ভবেন্দ্রমাতঙ্গ ঐরাবত নামে খ্যাত

---

(৭) মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।
(৮) উল্লাসতন্ত্র।

হৈলা বহি সুরদলে যক্ষে সুরপতি—
যে ভূভাগে মর্ত্ত্যে আসি লইলা আশ্রয়।
দেববাস নিবন্ধন ব্রহ্মদেশ নাম।
করিলা গ্রহণ যেই সুপবিত্র ধাম॥
সুরকীর্ত্তি বিশোভিত সেই ব্রহ্মদেশ,
—নগর অমরাবতী, ও অমরাপুরী,
মন্দালয়, রণকন্*, আভা, বিশোভিত,—
মহা ব্রতন্ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় আজি।
সুরকীর্ত্তি বিশোভিত রম্য আর্য্য ধাম।
কলুষনাশিনী কালী(১) যথা প্রবাহিনী॥
নীলা(২) নামে খ্যাত যিনি নীল অভাহেতু
স্বরগবাহিনী আখ্যা কালিন্দী(৩) যাঁহার।
দেবতা নিবাস হেতু তাঁহার দুকূলে
পুরাকালে; অমর সরস বিনিস্থতা।

* রণকন্ শব্দের অর্থ যুদ্ধের অবসান। যেখানে আসিয়া দেবাসুর যুদ্ধের অবসান হয় সেই স্থানের নাম রণকন্। অধুনা ইহা রণকন্ শব্দের অপভ্রংশে রেঙ্গুন নামে খ্যাত। মহাভারত, উল্লাস তন্ত্র।

(১) কালিকা পুরাণ।

(২) পৃষ্ঠা ২৯৫, খণ্ড ১৩ এসিয়াটিক্ রিসার্চ্চেস্ গ্রন্থ।

(৩) কালিকা পুরাণ কালিন্দী (কালি নদীর অপভ্রংশ) তটবর্ত্তীর স্থান সকল প্রাচীন আর্য্যগণ পরম পবিত্র দেব নিবাস বলিয়া মানিতেন। প্রাচীন গ্রীশদেশ নিবাসীগণ উক্ত স্থান সকলকে তাঁহাদের দেবদেবীর জন্ম স্থান বলিয়া নিরাকৃত করিতেন। ৩০৩ পৃষ্ঠা, ১৩ খণ্ড, এসিয়াটিক রিসার্চেস্ গ্রন্থ।

চির সুরলীলা ঠাম সে অগুপ্ত(৪) স্থান।
জরজ্জ পঞ্চম অধিকারভুক্ত আজি ॥
অমর নিবাস বলি অমরিক নাম।
অদ্যাবধি ধরে যেই পুণ্য আর্য্য ধাম ॥
পাতালে অতল(৫) নাম যাহার কীর্ত্তিত।
নাগলোক বলি যাহা হয় পরিচিত ॥
যাহার উত্তরে গিরিগুহা অনন্তের(৬)
রহিয়াছে বিদ্যমান, অমরিক সেই।
ব্রতন্ সাম্রাজ্য অধিকারভুক্ত আজি ॥
নহে অস্তমিত কভু তেঁই দিনমণি।
মহান্ মহাব্রতন্ সাম্রাজ্যে বিশাল ॥

মহা ব্রতনের রাজকুলের আদি কথা।

এতেক নিগূঢ়বার্ত্তা দেবরাজ পাশে।
শুনিয়া শচিবশ্রেষ্ঠ পুনঃ করযোড়ে।
বিনীত বচনে নিবেদিলা সুরবরে ॥
সবিস্ময়ে শুনিলেক কাহিনী বিস্তার

---

(৪) অধুনা ইজিপ্ট দেশের প্রাচীন আর্য্য নাম অগুপ্ত. কারণ ইহা প্রায় সকল দিকে অনাবৃত সাগর পরিবেষ্টিত। এসিয়াটিক রিসার্চস্ গ্রন্থ।

(৫) পদ্ম পুরাণ, পাতাল খণ্ড।

(৬) পাতাল খণ্ড, পদ্ম পুরাণ।

প্রভুর কৃপায় দাস, কিন্তু ক্ষম দাসে,
বাড়িছে ঔৎসুক্য জানিবারে সবিশেষ।
মহাব্রতনের রাজকুল আদি কথা ॥
কোন মহাবংশে হৈলা তাঁদের জনম !
কোন কর্ম্মফলে তাঁরা হৈলা অধিরুঢ়,
ভারতের সিংহাসনে ভুস্বর্গ ধরায় ?
এতেক সৌৎসুক্য বাণী শুনি মন্ত্রিবর।
কহিলেন দেবরাজ ধীরে ধীরে তবে ॥
শুনহে শচিবশ্রেষ্ঠ করিব বর্ণন।
কোন কর্ম্মফলে মহা ব্রতনাধিপতি।
করিলা বিস্তার রাজ্য ভুস্বর্গে সকলে ॥
শঙ্কর জগৎগুরু দ্বীপ রাজ্যভবে।
পরম মঙ্গলময় পূত আর্য্যধাম ॥
মহাব্রতী ; যোগীশ্বর নামে অভিহিত।
ভারতবরষে মহাব্রতনের দ্বীপ ॥
মহাব্রতী মহাযোগী তপস্বী প্রবর।
মহাব্রতন্ সন্তান ছিলা পুরাকালে ॥
সুপ্রাচীন আর্য্য চিহ্ন রয়েছে অঙ্কিত।
অদ্যাবধি পূত দ্বীপে জল্প(৭) দল রূপে ॥

---

(৭) আর্য্য সমাধি চিহ্ন। এক্ষণে ইংরাজি ভাষায় উক্ত চিহ্ন সকল "ডলমেন্" বলিয়া অভিহিত।

শাকম্ভরি মহা আর্য্য পিটস্থিত হেথা ॥
হায় ! কর্ম্মফলে যবে হইলা তাঁহারা
যোগ-ভ্রষ্ট, তদবধি আর্য্য-মিশ্রজাতি ।
অধিকারভুক্ত অধিবাস সেই দ্বীপ ॥
আর্য্য মিশ্র ধমনীতে বহিতেছে আজি ।
রবিকুল-ধুরন্ধর হুনুর শোণিত ।
যে কুলে জন্মিলা মহাবীর হুনমান ।
শ্রীরামের সহযোগী কর্ব্বুর সমরে ॥
শকসেনী (১)শকজাতি হয় অধিবাস ।
পাশ্চাত্য প্রদেশে. শক সূর্য্যকুলোদ্ভব ।
শকসেনী সুত পুরাকালে রাজ্য আশে ।
আসিয়া মহাব্রতনে কৈলা অধিবাস ॥
স্থানের মাহাত্ম্যগুণে মহাব্রতনের ।
মহাব্রতী দৃঢ়মতি আজি সেই জাতি ।
স্বকার্য্য সাধনে রহে সতত তৎপর ।
নহে লক্ষ্যভ্রষ্ট সম ভারত সন্তান ॥
তেঁই পুণ্যক্ষেত্র ভুস্বর্গের সিংহাসন ।
লভিতে সমর্থ মহাব্রতন্ রাজন্ ।
বংশপরম্পরাক্রমে বর্ষ শতাধিক ॥

---

(১) পাশ্চাত্য "সকসেনী" শক জাতির এক প্রাচীন উপনিবেশ । এক্ষণে ইহা সেক্সনি নামে অভিহিত । মহাভারত ।

ভুমণ্ডলে সূর্য্যদেবের জন্মবৃত্তান্ত ও সূর্য্যকুলোৎপত্তি।

বিস্ময়-বিহ্বল চিতে স্থরপতি বাণী।
শুনি মন্ত্রিবর প্রভুপাশে নিবেদিলা॥
বিস্ময় বাড়িছে চিতে শুনিয়া বর্ণনা।
প্রভু প্রমুখাৎ আজি বিশদ বিস্তার॥
সর্ব্বলোক পূজ্যদেব সূর্য্যনারায়ণ।
কেমনে রাখিলা কুল স্বীয় মর্ত্ত্যধামে।
জানিতে বাসনা বড় বাড়িতেছে মনে॥
কহিতে লাগিলা তবে স্থরকুলপতি।
সৃষ্টিকর্ত্তা বিধি যবে কৈলা সৃষ্টি নানা;
সপ্তর্ষি মানসপুত্রে, মরীচী নন্দনে
দেবকশ্যপেরে, কৈতে সৃষ্টির বিস্তার।
আদেশিলা পদ্মযোনি ব্রহ্মা প্রজাপতি॥
পিতামহাদেশে তবে মহর্ষি কশ্যপ।
করিলা অদ্ভুত সৃষ্টি বহুল বিস্তার॥
যে সৃষ্টি রহস্য গুহ্য অপূর্ব্ব অদ্ভুত॥
দক্ষকন্যা একাদশ করিলা বিবাহ।
অদিতি পত্নীর গর্ভে জন্মিলা দেবতা॥
দনুগর্ভে জনমিল দানবনিচয়।

দিতি পত্নী প্রসবিলা যত দৈত্যগণে ॥
যক্ষ ও রাক্ষসগণে প্রসবিলা খগা ।
মুনিগর্ব্ভে জনমিলা গন্ধর্ব্ব সকল ॥
রিষ্টাগর্ব্ভে জনমিলা যতেক অপ্সরা ।
বিনতা গর্ব্ভেতে জন্ম হইলা গরুড় ॥
কদ্রু নাম্নী পত্নী প্রসবিলা নাগগণে ।
ক্রোধার গর্ব্ভেতে জন্ম হৈলা কুল্যগণ ॥
তাম্র প্রসবিলা শ্যেনি আদি কন্যাগণ ।
শ্যেন ভাস শুক আদি যতেক খেচর ।
উক্ত কন্যাগণ সবে করিলা প্রসব ॥
ঐরাবত আদি যত মাতঙ্গ নিচয় ।
ইরার জঠরে সবে লভিলা জনম ॥
প্রধান বলিয়া গণ্য ছিলা দেবগণ ।
কশ্যপ দেবের সর্ব্ব সন্তানের মাঝে ॥
সত্য রজঃ তম গুণ বিশিষ্ট সকল ।
আছিলেক দেবগণ যতেক ধরায় ॥
তা সবায় নির্ব্বাচিলা ত্রিভুবনেশ্বর ।
আর যজ্ঞভুক যজ্ঞভাগ অধিকারী ।
বিচারে সুযোগ্য মানি তপস্বীপ্রবর ॥
রাক্ষস দানব দৈত্য বৈমাত্রেয় হৃদে

উপার্জিল ঈর্ষা ইথে, সবে মিলি তবে,
দেবগণ বিঘ্ন, আর শত্রুতা বিধানে
হয়ে রত, যোজিলেক দেবগণ সনে।
বহুকাল ব্যাপি ঘোর তুমুল সংগ্রাম।
দেবাসুর যুদ্ধ যাহা মরতে কীর্ত্তিত ॥
বিপন্ন নির্যাত হৈলা দেবতা সকল
অসুর সমরে, শেষে মানি পরাজয়,
ত্রৈলোক্যের আধিপত্যে আর যজ্ঞভাগে
হইয়া বঞ্চিত, দেবগণ ক্ষুণ্ণ অতি।
নির্যাত বিপন্ন হেরি প্রিয়পুত্রগণে।
অতিব কাতরা হৈলা সুরপ্রসবিনী ॥
সবিতা কঠোর ব্রত করিলা গ্রহণ।
পুত্র ইষ্ট হেতু করি শরীর পতন ॥
স্তব স্তোত্র আরাধনা ঘোর তপস্যায়।
হইয়া প্রসন্ন অতি দেবমাতা প্রতি।
দিলেক দর্শন তাঁয় রবি ভবে আসি ॥
তপোনিষ্ঠা অনশন হেতু ক্ষীণা অতি।
নারিলেন লভিবারে দিব্য দরশন।
সর্ব্বলোক পূজ্য দেব সূর্য্য নারায়ণ।
সুরপ্রসবিনী দেবী অদিতি সুন্দরী ॥

প্রণমি কাতরে দেবী দেব বিভাবসু।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তেজ সম্বরিতে তবে।
অর্কপাশে নিবেদন করিলা অদিতি ॥
সুতপ্ত তাম্রের প্রভা বিকাশি তখন।
বিরাজিলা অর্কদেব সমীপে অদিতি ॥
কহিলেন সূর্য্যদেব সম্বোধি অদিতি ॥
"দেবমাতা সুপ্রসন্ন আজি অমি অতি
তোমা প্রতি, ইচ্ছামত বরপ্রার্থ এবে ॥"
—স্পর্শি জানুদ্বয়ে ভূমি নমি নত শীরে—
নিবেদিলা দেবমাতা কাতরে বাসনা
অর্কপাশে ; কহিলেন দেবী ধীরে ধীরে,
সুপ্রসন্ন হও দেব পুত্রগণ প্রতি
মম, যথা সুপ্রসন্ন এ অধিনী প্রতি।
ত্রৈলোক্যের আধিপত্য হয়ে চ্যুত আজি।
প্রিয়পুত্রগণ মম ভোজনে অক্ষম
যজ্ঞ ভাগ, শত্রুদল নিপীড়িত সদা ॥
রাখহ ভকতমান অর্ক এ দুর্দ্দিনে।
অংশে লয়ে জন্ম মোর জঠরে দিনেশ,
ভ্রাতৃভাবে আসি শত্রু করহ দলন—
মম পুত্রগণ দৈত্য দানব নিচয় ॥

ত্রৈলোক্যের আধিপত্য যজ্ঞ ভাগ পুনঃ
দেহ আসি বৎসগণে মাগি এই বর ॥
তথাস্তু ! বলিয়া তবে প্রভু দিবাকর ।
হইলেন অন্তর্দ্ধান প্রসাদি অদিতি ॥
রবিবর লভি দেবী সুপ্রসন্না অতি ।
জঠরে অর্কের ভার করিতে বহন ।
দেহ চিত্ত শুদ্ধি ব্রত কৈলা অনুষ্ঠান ॥
সহস্রাংশে অবতীর্ণ হইলা দিনেশ ।
দেবী অদিতির গর্ভে বরদান হেতু ॥
ব্রতাদির অনুষ্ঠানে আর অনশনে ।
দিন দিন ক্ষীণতনু হেরি অদিতিরে ।
মহর্ষি কশ্যপ তবে কহিলা পত্নীরে ॥
কেমনে সন্তান তুমি করিবে প্রসব ।
মারিৎ কি প্রসবিবে দেহ করি পাত ॥
ক্রোধের উদ্রেক তবে হৈলা দেবী হৃদে ।
সদা শুনি ভর্ত্তা হেন নিদারুণ বাণী ॥
একদা কহিলা রোষে ভর্ত্তারে সম্বোধি ।
না হয় গর্ভান্ত মম কদাচ মারিত ।
সুরারি নিবাশ হেতু জানিহ তাহায় ॥
এতেক কহিয়া দেবী কৈলা পরিত্যাগ ।

রোষাবেশে তেজোপিণ্ড জাজ্জল্যমান ॥
তরুণ তপন প্রভা গর্ব্বে নিরখিয়া।
বন্দিলা চরণ তাঁর বহু বিধিমতে।
কশ্যপ ধীমান সর্ব্ব মহর্ষি প্রধান ॥
জলদ-গম্ভীর বাণী অন্তরিক্ষ হতে।
সম্বোধিয়া মুনিবর কশ্যপে কহিলা ॥
"যেহেতু অণ্ডেরে তুমি কহিলা মারিৎ
মার্ত্তণ্ড পুত্রের নাম হইলেক তব ॥
এই বিভু সূর্য্য কার্য্য বিশ্বে সম্পাদিবে,
নাশিবেন সুর অরি যজ্ঞভাগ হারি ॥
দৈববাণী শুনি সুরগণ হৃষ্ট অতি।
সমাবেত হৈলা পুনঃ ধরণী মণ্ডলে।
হৈলা হৃততেজ তবে দৈত্য ও দানব ॥
আবার সমরানল হৈল প্রজ্জ্বলিত
দেবাসুরে ; দেবদল পক্ষ সমার্থিয়া,
মার্ত্তণ্ড করিলা দগ্ধ মহাসুর দলে।
করি ভস্মীভূত সর্ব্ব অসুর সমূলে।
পরম হরিষে তবে দেবদল মিলি।
করি স্তব কৈলা সহ জননী অদিতি ॥
দেবগণ পূর্ব্ববৎ স্বীয় অধিকার।

আর যজ্ঞভাগ লভিলেক রবিবরে ॥
ভগবান্ অর্কদেবে সমর্পিলা তবে।
সংজ্ঞানাম্নী স্বীয় কন্যা বিশ্বকর্ম্মা দেব ॥
হৈলা সংজ্ঞা গর্ভে জন্ম মনু বৈবশ্বত।
নামে যাঁর হইল খ্যাত এই মন্বন্তর
সপ্তম ; যাঁহার কুলে সহস্র অধিক।
নৃপবংশ করিলেক শাসন ধরণী ॥
সূর্য্যবংশধর সবে দেবকুলোদ্ভব।
আছয়ে পরিকীর্ত্তিত তেঁই ধরামাঝে ॥
হীন তেজ আজি চন্দ্র সূর্য্যবংশধর।
দেবকূলে আর যত দেবশর্ম্মা আদি।
ভূস্বর্গ ভারত মাঝে স্ব স্ব কর্ম্ম ফলে।
কালের প্রভাবে কলি কলুষিত অতি ॥
কর্ম্মহীন তেঁই লক্ষ্যভ্রষ্ট আত্মহারা।
কিন্তু কহি শুন তত্ত্ব নিগূঢ় তোমায়।
কর্ম্মভূমি বলি খ্যাত ভারত ধরায় ॥
কর্ম্মবলে পূর্ব্বপদ লভিতে সক্ষম।
পুনঃ দেবজাতি সেথা জানিহ নিশ্চয় ॥
প্রশস্ত পুনরুদ্ধার হয় এই পথ।
আর্য্যসুতগণ এবে নিস্তেজ পতিত ॥

বিমানে সদলে দেবরাজ ইন্দ্রের পৃথিবী উদ্দেশে যাত্রা।

সচিবে সম্বোধি পরে কহিলা দেবেশ।
উথলে গগনভেদী অমর আলয়ে।
মরত আনন্দ মহা কল্লোল উচ্ছ্বাস॥
এ আনন্দে যোগদান এস করি সবে।
ত্রিদিব আলয় হয় নিত্যানন্দ পুরা॥
বাসনা বাড়িছে যান গিয়া ধরাধামে।
সভাসদ্ সনে হেরি কিবা শোভা ধরে।
সাম্রাজ্য মহাব্রতন্ আজি মহীতলে॥
কহ হে শচিবশ্রেষ্ঠ সারথী নিচয়ে।
সুসজ্জিত কৈতে মোর বিমান সকল॥
বিরাট পুষ্পক রথে ইন্দ্রাণী সহিতে।
উঠিব অচিরে লয়ে সভাসদ্ দলে॥
বাসব মন্দির দ্বারে যতেক বিমান।
শোভিল পশ্চাতে রথ পুষ্পক বিরাট॥
সভাসদ্ ল'য়ে তবে দেবেন্দ্র ইন্দ্রাণী।
বিরাট পুষ্পক রথে উঠি ত্বরা করি।
বসিলেন সিংহাসনে সম্মুখে সবার॥

শঙ্খ, ঘণ্টা, কংস আর বাদিত্র, দুন্দুভি।
বাজিল অমরালয় চৌদিকে সঘনে॥
ঘোষি সুরপতি যাত্রা মরত উদ্দেশে।
অমর অম্বর পুরী মঙ্গল আরবে॥
অমরা অপ্সরীগণে চামর ঢুলায়।
অমরা কিন্নরীবৃন্দ সুরযন্ত্র তালে।
করিতে লাগিল নৃত্য সাধি তৃপ্তি আঁখি.
বিরাট পুষ্পক রথ করিয়া বেষ্টন।
শোভিল বিমান অন্য শতেক নিচয়॥
পারিজাত আদি নানা কুসুম নিচয়।
সুরবালা সুরচিত অমর বাঞ্ছিত।
দিব্য মাল্যে সুশোভিল বিমান-নিচয়।
নন্দন-কাননজাত পুষ্প নানাজাতি॥
চলিল বিমানচয় মরত উদ্দেশে।
সুরাঙ্গনা দলে মাতি মহাকুতূহলে।
বরষিলা পুষ্প নানা বিমান সকলে॥
রতন মণ্ডিত মণি স্তম্ভ সারি সারি।
চারুচন্দ্রাতপ নানা রতন খচিত;
বিবিধ বরণ রত্নে দোদুল্যমান
ঝালর মুকুতাপাঁতি বেড়ি চন্দ্রাতপ

বিরাট বিমান, হৈলা সূর্য্য-রশ্মি তেজে
স্ফলিত ঝলকি আঁখি অমর নিচয়।
ভাতিল অপূর্ব্ব প্রভা সুনীল অম্বরে ॥
শ্যাম চন্দ্রাতপ কায়া বিশাল বিস্তারি।
জিমুৎ উদিল আবরিয়া রশ্মি জালে ॥
সুমন্দ সুগন্ধ বহ সুসময় মানি।
বহিল দোলায়ে দিব্য মাল্য পুষ্পরথ ॥
মাতায়ে অম্বর পথ অমর সৌরভে ॥
হইল সমীপবর্ত্তী বিমান নিচয়
ক্রমে ক্রমে মর্ত্ত্যধাম, দেবরাজ তবে,
মন্ত্রিবরে সম্বোধিয়া লাগিলা কহিতে।
হের মন্ত্রিবর নিম্নে সুদূরে শোভিছে
সপ্তদ্বীপ বসুন্ধরা, অতি শ্বেত আভা
দুগ্ধ দধি সাগরের(১) হৈছে দৃশ্যমান।
চালাতে বিমানচয় পশ্চিমাভিমুখে।
আদেশিলা অমরেন্দ্র এবে রথীগণে ॥
চলিল পশ্চিমপথে যতেক বিমান।
সুরেশ্বর আজ্ঞাক্রমে, সুমেরু(২) শিখর
অবরোধ কৈল গতি যতেক বিমান ॥

---

(১) মার্কণ্ডেয় পুরাণ। (২) মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

অবশেষে ক্ষণকাল হইলে অতিত।
কহিলা সুরেশ মন্ত্রিবরে সম্বোধিয়া॥
আদি সৃষ্টি(৩) কৈলা হেথা শুন মন্ত্রিবর।
পদ্মযোনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রজাপতি॥
মেরুবর্ষ(৪) নাম এই গিরি উপত্যকা।
অমরনিবাস ইহা খ্যাতি চরাচর॥
ক্ষণপরে মন্ত্রিবরে কহিলা দেবেশ।
ঘোর ঝটিকা-সঙ্কুল ওই যে জলধি,(৫)
ধৌত করে পাদদেশ ধবলা অচল,
—অনন্ত অপরিমেয় তুষার মণ্ডিত—
নিম্নদেশে, জন্ম শুন তুষারে উহার,
গিরিবর হিমবান্(৬) চির হিমাবৃত।
ভারত ও কিং পুরুষ(৭) বর্ষ মধ্যে স্থিত॥
অনন্ত তুষার রাশি গিরি হিমবান।
হয়ে দ্রবাভুত ধায় গিরি পার্শ্ব প্লাবি।
মহাস্রোত বেগে ধৌত করি পাদদেশ।
পুরব পশ্চিম মহা সাগর সংযোজি।
অভিনব মহার্ণবে হয়ে পরিণত।

(৩) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। (৪) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।
(৫) হেথায় জলধি শব্দ উত্তর মহাসাগরের উল্লেখ করিয়া দেওয়া গিয়াছে
(৬) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। (৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণ

ঘোর ঝটিকা-সঙ্কুল ভীষণ দর্শন ॥
দুস্তার অর্ণব উহা মানব নিচয়।
কিন্তু হায়! ভ্রান্ত নর অবোধ নিশ্চয় ॥
সে অর্ণব পার হতে সদা করি আশা।
জীবন উৎসর্গ কত কৈলা বৃথা ভবে ॥
এবে উল্লঙ্ঘিতে চাহে গিরি হিমবাণ।
রচি ব্যোমযান তাহে চলি শূন্য পথে ॥
হায় রে দুরাশা হেন ভ্রান্ত নরকুল।
বামন দুরাশা যথা ধরে সুধাকরে ॥
নহে জ্ঞাত দৈবশক্তি অপূর্ব্ব প্রভাব।
যার বলে অবিরোধে চলিছে বিমান
মোদের অভ্রান্ত গতি শূন্যে অবিরত ॥
দৈব ও পার্থিব বিদ্যা কত ব্যবধান।
ইথে কর অনুভব পণ্ডিত প্রবর ॥
সম্বোধি শচিবে পরে কহিলা সুরেশ।
এই নিম্নে শোভে হের বরষ ভারত ॥
দেব যক্ষ রক্ষ নর দৈত্য ও দানব,
গন্ধর্ব্ব অপ্সরাসুর মুণি কিন্নরাদি।
চির লীলা ও নিবাস ভূমি ধরাতলে ॥
পৃথিবী ইহারে জ্ঞান করে ভ্রান্ত নর।

হেরিয়া বেষ্টিত ইহা সমুদ্র লবণ ॥
লক্ষ্যাংশের এক অংশ(১) মাত্র কিন্তু ইহা।
সুবিশাল বসুন্ধরা জানিহ নিশ্চয় ॥
সপ্তদ্বীপ বসুন্ধরা ক্ষুদ্র দ্বীপ অতি।
বিভক্ত নবম বর্ষে হয় জম্বুদ্বীপ(২) ॥
জম্বুদ্বীপ নয় বর্ষ অতি ক্ষুদ্র তম।
বরষ(৩) ভারত হয় মানব নিবাস ॥
নরাকার নরোত্তম অতি সুদর্শন।
দীর্ঘ বপু দীর্ঘ আয়ু জাতির(৫) নিবাস।
অপর বরষ অন্ট হয় জম্বুদ্বীপ ॥
স্থূলদেহে(৬) গতি তথা অসম্ভব নর।
একমাত্র যোগবলে আর সূক্ষ্ম দেহে।
মানব যাইতে তথা সমর্থ কেবল।
এবংবিধ মতে হয় মহোন্নত জাতি।
নিবাস অপর মহা দ্বীপ(৭) নিরাকৃত ॥
পশ্চিমাভিমুখে পুনঃ পুষ্পরথচয়।
চালাইতে রথিগণে কহিলা বাসব ॥

---

(১) ব্রহ্মাণ্ডাদি পুরাণ সকলই ইহার প্রমাণ।
(২) মার্কণ্ডেয় পুরাণ। (৩) মার্কণ্ডেয় পুরাণ।
(৪) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। (৫) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।
(৬) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। (৭) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

চলিল পশ্চিম পথে যতেক বিমান।
দেবেশ কহিল। নিম্নে হের মন্ত্রিবর।
কশ্যপিয়ং(৮) হ্রদ নামে মহর্ষি কশ্যপ ॥
যাহার দক্ষিণ কুলে তপস্বী প্রবর।
স্বনাম প্রসিদ্ধ এক গিরিশৃঙ্গোপরি(৯)।
করেছিলা নানা সৃষ্টি অপূর্ব্ব অদ্ভুত ॥
ক্ষণপরে মন্ত্রিবরে কহিলা সুরেশ।
দেবারি অসুর রাজ্য হের নিম্নদেশে।
"অসুরিয়"(১০) নামে খ্যাত যেই অদ্যাবধি ॥
ওই হের "অর্কোদয়"(১১) যথা অর্কদেব।
করিলা গ্রহণ জন্ম ভূমণ্ডলে আসি ॥
বিমান-নিচয় ক্রমে হৈলা অগ্রসর।
শচিরে কহিলা পুনঃ তবে দেবরাজ ॥
যেই জল রেখা নিম্নে হেরিছ ভূতলে।
ওই সে দানব নদী যাহার দুকুলে।
সুরারি দানবকুল আছিল নিবাস ॥
উপনীত হৈল শেষে যতেক বিমান।

(৮) মহাভারত। (৯) মহাভারত।
(১০) অধুনা ইহার নাম অসিরয়, ইহা অসুরিয় শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। মহাভারত।
(১১) মহাভারত।

মহাব্রতন্ শিরোদেশে, দেবেশ আদেশে।
তিষ্ঠিল অলক্ষ্যে স্থির সবে শূন্যপথে ॥

হাব্রতন্ দ্বীপ; নন্দননগরে অভিষেকার্থে সম্রাটের মহা সমারোহে ধর্ম্মালয়ে যাত্রা।

শচীরে সম্বোধি এবে কহে সুরপতি
হের নিম্নে মনোহর দৃশ্য রাজপথে ॥
হারায়ে বিজলী ছটা চঞ্চল গমনে।
গরব-বঙ্কিম গ্রীবা অশ্ব আরোহণে।
চলে রাজপথ বাহী শ্বেতাঙ্গী সুন্দরী।
আলোকি চৌদিক রূপে মন্মথ-মোহিনী ॥
উচ্চ রম্য হর্ম্মশ্রেণী সুরচিত অতি।
রাজপথ দুইপার্শ্বে শোভিছে সুন্দর ॥
হের বিপণির কিবা সুবিমল শোভা।
কুবের যেন হে হেথা রেখেছে সাজায়ে।
অলকাপুরীর যত ঐশ্বর্য্য অতুল ॥
বিলাস উপকরণ সেব্য বিশ্ববাসী।
বিবিধ বিধানে হেথা রয়েছে সজ্জিত ॥

বাড়ায়ে দর্শক চিতে বিলাস বাসনা।
জীবন বাসনা আর সুখ ভুঞ্জিবারে ॥
কহিলেন সুরশ্রেষ্ঠ পুনঃ মন্ত্রিবরে।
হের কিবা মনোলোভা শোভা আজি ধরে।
শঙ্কর ভুবনেশ্বর দ্বীপরাজ্য ভবে,
—সুপ্রাচীন রাজধানী অতি পুণ্যবতী—
নন্দন নগরী নদী তামসের তীরে ॥
রাজধানী আজি ইহা অতি ভাগ্যবতী।
মহান্ সাম্রাজ্য মহা ব্রতন্ সম্রাট।
সুবিস্তীর্ণ স্বসাগরা স্বদ্বীপা বিশাল ॥
কেমন শোভিছে হের স্তম্ভ সারি সারি
সংযোজিত হয়ে মাল্যে দিব্য দরশন
রাজপথ দুই পার্শ্বে, যেই পথ বাহী
সম্রাট করিবে যাত্রা আজি ধর্ম্মালয়ে।
অভিষিক্ত হৈতে তথা সম্রাটের পদে ॥
স্বশস্ত্র অগণ্য সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হয়ে।
দাঁড়ায়ে রয়েছে স্থির পুত্তলিকা সম।
সম্রাট গমন পথ শোভি পার্শ্বদ্বয় ॥
যতেক শান্তিরক্ষক শ্রেণীবদ্ধ হয়ে,
রয়েছে দণ্ডায়মান সম্মুখে তাদের

দুই পার্শ্বে, রাখিবারে পথ পরিষ্কৃত।
অপর শান্তিরক্ষক অশ্ব আরোহণে।
ভ্রমে ইতঃস্তত পথে শান্তিরক্ষা হেতু।
সম্রাট প্রবর এবে জর্জ্জ পঞ্চম।
অভিষিক্ত হইবারে সম্রাজ্যে পিতার।
এই পথ বাহী যাত্রা মহাসমারোহে।
করিবেক ধর্ম্মালয়ে প্রাসাদ হইতে॥
হের মহা জনস্রোত বহে অবিরত।
সুসজ্জিত পথ পার্শ্ব স্থলে সমুদয়॥
না হেরি তিলার্দ্ধ স্থান জনশূন্য এবে।
হইল দর্শকবৃন্দে জনাকীর্ণ পুরী॥
ওই শুন ভেরীনাদ ঘোষে সর্ব্বজনে।
সম্রাটের শুভযাত্রা সহ দলবল॥
মহা সমারোহে ধর্ম্মালয় অভিমুখে।
মহা ব্রতনের রাজবংশধর যত।
প্রাসাদ হইতে চলে মহোৎসবে মাতি
অগ্র চলে অশ্বারোহী স্বশস্ত্র সেনানী।
লইয়া পশ্চাতে রণবাদ্যকর দলে।
জয়বাদ্যে মাতাইয়া সর্ব্বজন মন॥
গরজে শতঘ্নি ঘন জলদ নির্ঘোষে।

কাঁপাইয়া ভূমণ্ডল ভেদিয়া গগন।
ঘোষি সাম্রাজ্যাভিষেক জর্জ্জ পঞ্চম ॥
রাজচক্রবর্ত্তীগণ সমাহুত সবে।
সহ প্রতিনিধি অন্য রাজ্য বৈদেশিক।
চলে অশ্বযানারোহী মন্দ মন্দ গতি ॥
জয়বাদ্য বাজে পুনঃ সম্রাট প্রাসাদে।
বাহিরায় অশ্বারোহী সৈন্য দলে দলে ॥
চলিছে পশ্চাতে অশ্বযান আরোহণে।
মহা ব্রতনের রাজবংশধর সবে ॥
রাজ অশ্বযানে চলে পশ্চাতে সবার।
সহোদরা সহোদর সহ যুবরাজ ॥
সুসজ্জিত হের অশ্বারোহী অগণন।
অপেক্ষা করিছে সবে সম্রাট কারণ ॥
হের পূতবারি এসে ঢালে মমাদেশে।
নীরদ নন্দন পুরে সুসময় মানি ॥
জানি কভু অভিমত না হয় আমার।
মহোৎসবে নিরানন্দ করিতে বিধান।
সম্বরিলা বারি এবে নীরদ ধীমান্।
হের হাসে রবিবর ঢালি রশ্মিজাল ॥
সৈন্যদল হের এবে হয় অগ্রসর।

পশ্চাতে লইয়া চারি রাজ অশ্বযানে।
সম্রাট প্রাসাদ যত কর্ম্মচারিগণে ॥
পরে চলে সৈন্যদল যত প্রতিনিধি
সমগ্র সাম্রাজ্য ; আর কর্ম্মচারিগণ,
ভারত সেনাবিভাগ উপনীত হেথা।
ক্রমে হয় অগ্রসর সেনাপতি দল।
সাম্রাজ্য জলবিভাগ সেনানী নিচয় ॥
পরে চলে তিনজন বীরেন্দ্র কিশোর।
সৈন্যাধ্যক্ষ অগ্রগণ্য শ্রেণীবদ্ধ হয়ে।
গরব-উন্নত-গ্রীবা অশ্ব আরোহণে ॥
হেছে পরে অগ্রসর সহ কর্ম্মচারী
সমরবিভাগ যত সুদক্ষ প্রাচীন,
সুবিজ্ঞ সদস্য তিন সমর সভার ॥
পশ্চাতে চলিছে অন্য সেনানী যতেক।
আর সংরক্ষক অশ্বশালা মন্দ গতি ॥
সম্রাটের আজ্ঞাধীন সহচর তিন
ভারত নিবাসী, শোভি দিব্য পরিচ্ছেদ,
হইতেছে অগ্রসর পরে ধীরে ধীরে ॥
চলিছে উপনিবেশ, আর ভারতের
অশ্বারোহী সেনাদল এবে ক্রমান্বয়ে,

সম্রাটের সঙ্গি যত অশ্বারোহিগণ
দ্বিতীয় বিভাগ, চলে পশ্চাতে সবার।
অষ্ট শ্বেত অশ্ব সংযোজিত অশ্বযানে।
সুবর্ণ রচিত চারু চিত্র বিশোভিত।
সম্রাট জর্জ্জ পঞ্চম ও সাম্রাজ্ঞী চলে।
যুগল দর্শন তৃষা করি নিবারণ।
রাজভক্ত প্রজাপুঞ্জ তৃষিত নয়ন॥
"সম্রাটের জয়" ধ্বনি উঠে ঘন ঘন।
জনাকীর্ণ রাজপথ পার্শ্বদ্বয় হতে।
ক্রমে উপনীত সবে হৈলা ধর্ম্মালয়।

উপাসনা মন্দিরের আভ্যন্তরিক শোভা।

শচীবে সম্বোধি তবে কহিলা দেবেশ
চল এবে যাই মোরা পশি অলক্ষিত
ধর্ম্মালয় অভ্যন্তর শোভা নিরখিতে
স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধ উচ্চাসনোপরি
উচ্চকুলোদ্ভব রাজ সভাসদ্‌গণ,
উপবিষ্ট হের সবে নিদর্শিত স্থলে
সস্ত্রীক, নির্দ্দিষ্ট স্থলে বসিছে সকলে

কুমার কুমারী আদি রাজবংশধর
বহুমূল্য পরিচ্ছদ রতন ভূষিত।
রাজচক্রবর্ত্তীগণ আর প্রতিনিধি
স্বদেশী বিদেশী নানা রাজ্য সমাহূত
গ্রহণ করিছে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসন।
ভারতবরষ সর্ব্ব জাতি স্থান বাসী
হের হেথা সমাবেত; উচ্চকুলোদ্ভব
সবে সসম্ভ্রমে উঠে ত্যজি উচ্চাসন।
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী এবে প্রবেশি মন্দিরে।
বসিলেন আসি স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে॥
ধর্ম্মালয় অভ্যন্তর হইল ধ্বনিত।
"ঈশ্বর করহে রক্ষা সম্রাটে" আরবে॥
ধর্ম্মালয় অভ্যন্তর কিবা শোভা ধরে।
চন্দ্রে বেড়ি যেন কোটি তারকা বিহরে
মণিমুক্তা আভরণ নৃপেন্দ্র নিচয়,
হেথা বরাননা বক্ষ শোভা সমুজ্জ্বল,
সেথা দীপ্ত মণি হৃদি পুরুষ প্রবর,
উচ্চকুলাঙ্গনা শিরে প্রদীপ্ত কীরিট,
ঝলকে প্রভায় আঁখি হের সমুজ্জ্বল।
অলক্তক আভা আর লোহিত বসন

ধরম যাজক, উচ্চ সদ্‌কুলোদ্ভব,
বি[illegible] বরণ বাস শোভে মনোহর।
দেবসভাবিনিন্দিত হের সভা শোভা ॥
প্রার্থনা সংহিতা আর ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ
হৈল এবে সমাপন ; শুন মন দিয়া
সারগর্ভ ধর্ম্ম উপদেশ বাক্যাবলি,
করেন প্রয়োগ রাজশ্রেষ্ঠ পুরোহিত।
“ঈশ্বর সেবক আর সর্ব্বপ্রজাদল।
আজি হতে হইলেন সম্রাট প্রবর ॥
এই ব্রহ্ম বেদি হতে শাসনের ভার ;
অর্জ্জেন নৃমণি রাজদণ্ড অস্ত্র রূপে ॥
প্রার্থনা করহ সবে ঈশ্বর সমীপে।
সম্রাট অচলা ভক্তি পরম পিতায়।
পালিতে প্রভু অর্পিত ভার ভক্তিভাবে
করয়ে সক্ষম তাঁয় সম্যক্ প্রকারে ॥
সম্রাট সেবক আজি স্বীয় প্রজাগণ।
প্রজাদল মধ্যে বাস সঙ্গত সম্রাট।
কিবা জন্মভূমে কিম্বা সুদূর ভারতে।
সাম্রাজ্য উপনিবেশে বহুল বিস্তার ॥
দুখে দুখী সুখে সুখী এক তন্ত্রীভাবে।

স্থান-জন-গত ভাব নিরপেক্ষ হয়ে।
শুভাধ্যায়ী হয়ে সদা সর্ব্ব প্রজাগণ।
সমজ্ঞানী সমভাব সম্পন্ন হইয়া।
হয়ে একলক্ষ্য, সম দর্শি, সম ত্যাগি,
এক মনে, প্রাণে, তানে, মিলি প্রজাসনে।
জীবন আদর্শ এই নৃমণি জানিবে॥
ঈশ্বরে প্রার্থনা এস করি সবে মিলি।
আদর্শ জীবন হেন করয়ে যাপন।
মোদের সম্রাট যেন ঈশ্বর কৃপায়॥"
কে কোথা শুনেছে হেন সুধামাখা বাণী।
ঈশ্বর সেবক নৃপ আর স্বীয় প্রজা।
নৃমণি সেবক সদা স্বীয় প্রজাদল॥
ধন্য ধর্ম্মনেতা ধন্য ধর্ম্মের শাসন।
যাহার প্রভাবে হেন ধর্ম্ম উপদেশ।
হইল সম্ভব প্রজা মানস-রঞ্জন॥
অটল অচল রবে সাম্রাজ্য রতন।
এ ভাব প্রভাব যদি থাকে চিরন্তন।
ভারতবরষ মাঝে এ মহীমণ্ডলে॥
ধ্বনিত হতেছে পুনঃ ধরম মন্দির।
"ঈশ্বর করহে রক্ষা সম্রাটে" আরবে॥

হের ছত্রধর চারি ধরে চন্দ্রাতপ ।
সুচারু দর্শন শিরে সম্রাট প্রবর ॥
পুরোহিত শ্রেষ্ঠ করে তৈল অভিষেক
বিলেপন সম্রাটের ভালে বক্ষে করে ।
সঙ্গীত লহরী শুন কিবা সুমধুর ॥
উজ্জ্বল কীরিট এবে করিলা স্থাপন ।
সম্রাটের বর শিরে রাজ পুরোহিত ॥
বাজিছে ধর্ম্ম মন্দির ঘণ্টা ঘন ঘন ।
পঞ্চম জর্জ্জ অভিষেক বার্ত্তা ঘোষি ॥
গরজে শতঘ্নি পুনঃ ঘন ঘন রবে ।
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষি বার্ত্তা অভিষেক ॥
করিছে অভিবাদন সম্রাটে এখন ।
ধরম যাজক উচ্চ পুরোহিত দল ॥
অগ্রে চলে যুবরাজ, উচ্চকুলোদ্ভব
সবে হৈছে অগ্রসর পশ্চাতে তাঁহার ।
করিতে অভিবাদন সম্রাট প্রবরে ॥
রাজভক্তি পিতৃপদে কৈলে নিবেদন ।
অপূর্ব্ব অপত্য স্নেহ ভার বিকাশিল ॥
অপত্য স্নেহের বেগ নারি সম্বরিতে ।
যুবরাজ মুখ কৈলা সম্রাট চুম্বন ॥

বাজে জয়বাদ্য কাঁপাইয়া ধর্ম্মালয়।
বাদ্য সমাপনে হৈছে ধ্বনিত আবার।
ধর্ম্মালয় অভ্যন্তর অতি উচ্চবরে।
"চিরায় হউক সম্রাট" কহে সবে মিলি॥
হের হৈছে সাম্রাজ্ঞীর এবে অভিষেক।
চারি বরাননে সবে উচ্চকুলোদ্ভবা।
চারু চন্দ্রাতপ ধরে মস্তকে তাঁহার॥
রাজকুল পুরোহিত করেন অর্পণ।
অভিষেক তৈল তাঁর শিরে মনোহর॥
হের পুরোহিত শ্রেষ্ঠ করিছে স্থাপন।
মোহন কীরিট সাম্রাজ্ঞীর বর শিরে।
প্রয়োগি আশীষ বাক্য তাঁহার উপর॥
"গৌরবের ধন ধর শিরে বাজ্ঞীবর।
শুদ্ধ স্বর্ণ কীরিটের প্রদত্ত ঈশ্বর॥
পরিপূর্ণ যেন তব চিত্ত করে সদা।
পরম পিতার দয়া অনন্ত রাশিতে॥
সাম্রাজ্ঞীর গুণরাশি হয়ে বিভূষিতা।
যেন ভুঞ্জ চিরসুখ পরলোক ধামে॥
সাম্রাজ্ঞীর বর করে পরে সমর্পিলা।
পুরোহিত শ্রেষ্ঠ রাজদণ্ড যষ্টি আর।

দ্বিরদ নির্ম্মিত চারু অতি সুগঠন ॥
হইল সাম্রাজ্যাভিষেক কার্য্য সমাপন।
সম্রাট প্রবর জর্জ্জ পঞ্চম এখন ॥
চল যাই নিরখিব বিমানে বসিয়া।
সম্রাটের পুনঃ যাত্রা প্রাসাদাভিমুখে ॥
বিমানে উঠিয়া কহে মন্ত্রিরে দেবেশ।
হের সবে সুসজ্জিত অশ্বারোহী সেনা।
সম্রাট প্রাসাদ যাত্রা অপেক্ষা করিছে ॥
ক্রমে হয় অগ্রসর অশ্বারোহীদল।
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী উঠে হৈম অশ্বযানে ॥
জয় রবে বিকম্পিত হইল মেদিনী।
লোকাকীর্ণ রাজপথ দুইপার্শ্ব স্থল ॥
জয় রব স্রোতে চলে স্বর্ণ অশ্বযান।
ক্রমে সবে সন্নিহিত হইল প্রাসাদ ॥
হৈছে লোকাকীর্ণ এবে প্রাসাদ চৌদিক।
যুগল দর্শন এবে সবাকার আশা ॥
হের কিবা শোভা ধরে বাতায়ন পথ।
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী দোঁহে বিরাজে তথায়।
নানারত্ন সমুজ্জ্বল কীরিট ভূষিত ॥
মহানন্দে মাতি সবে করে জয়ধ্বনি।

স্বার্থক জনম গণি যুগল দর্শনে ॥
আনন্দ লহরী আজি বহিছে উজান।
ব্রতন্ সাম্রাজ্যে পুণ্য বিশাল মহান্ ॥
এই সপ্তদ্বীপ ভবে সুরনর আদি।
এক তানে সম্রাটের করে জয় গান ॥
নগরে নগরে আজি ভারত মাঝারে।
আনন্দ উৎসব নানা হইছে অনুষ্ঠিত ॥
পুণ্যবতী ভিক্টোরিয়া পূজ্যা বসুন্ধরা।
সুপৌত্র সম্রাট পদে বরিত এখন ॥
সপ্তম এডোয়াড প্রজাবন্ধু নৃপমণি,
চির ধরা শান্তিকাম, পুত্র বিজ্ঞ ধীর।
জর্জ্জ পঞ্চম প্রজাবৎসল সতত।
পিতৃ সম্রাটের পদে অভিষিক্ত আজি ॥
সুবিমল শুভ্র যশ পিতা পিতামহী।
যেন হে একান্ত আশে করেন বর্দ্ধন ॥
দেবকুল অনুকুলে যেন মর্ত্ত্যধামে।
পূর্ণ দেবরাজ্য এবে করেন স্থাপন ॥

নন্দন নগরে অভিষেক পক্ষে নানা আনন্দোৎসব।

রজনী আগত এবে নগরি নন্দনে।
হের অট্টালিকা চয় কিবা শোভা ধরে॥
বিজলী আলোকমালা হয়ে বিভূষিত।
নানাবর্ণ দ্বীপপুঞ্জ কারুকার্য্য নানা।
রতনে খচিত যেন শোভে স্বর্গপুরী॥
বিভাবরী সমাগত দ্বীপে বহুক্ষণ।
অভিষেক নিশা হের কি অপূর্ব্ব শোভা।
সমগ্র মহা ব্রতন্ ভাতে সমুজ্জ্বল॥
হেথা গিরিশৃঙ্গে আর যত উচ্চ স্থানে।
প্রজ্বলিত বহ্নিরাশি ঘোষে সর্ব্বজনে।
সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সাম্রাজ্যাভিষেক॥
পোহাইল বিভাবরী নগরী নন্দনে
সাম্রাজ্যাভিষেক মহা আনন্দ উৎসবে।
স্ফাটিকনিন্দিত কাচ প্রাসাদ ভূভাগে।
হের কিবা উৎসবের হৈছে আয়োজন॥
দ্বিসহস্রকাল যত দৃশ্য ও ঘটনা।
মহাব্রতন্ দ্বীপ হেথা হৈছে অভিনীত॥

প্রাচীন নন্দন দৃশ্য ও মেলা উৎসব।
অপর মেলার দৃশ্য প্রসিদ্ধ প্রাচীন ॥
গমনাগমন দৃশ্য নরপতিগণ।
দিনেমার আক্রমণ নন্দন নগরী।
বিজয় উৎসব আর দৃশ্য মহামারী
ভয়ঙ্কর ; শবযানে শবের স্থাপন।
মহামারী চিহ্নাঙ্কিত দৃশ্য বাস গৃহ।
যুবরাজ অভিষেক কুমার এডোয়ার্ড।
প্রাচীন নন্দন দৃশ্য রোমান শাসনে।
ইত্যাদি ঘটনা পুনঃ হইছে অভিনেত ॥
আনন্দ উৎসবে যাপি অভিনেক নিশি।
গত দ্বীপান্বিত বহে অবিশ্রান্ত গতি।
নন্দন নগর জনস্রোত পার্শ্বদ্বয়ে।
সম্রাট ভ্রমণ পথ সুদীর্ঘ সুন্দর ॥
সুশোভিত স্তম্ভশ্রেণী মাল্য সংযোজিত।
পতাকা তোরণ উপকরণে বিবিধ।
জিনিতে শোভায় হেরি চেষ্টা পরস্পর ॥
সম্রাট ভ্রমণ পথে শোভে পার্শ্বদ্বয়ে।
বিবিধ বরণ বেশে স্বশস্ত্র সেনানী ॥
ভারত, উপনিবেশ নিচয় সেনানী।

অগণন, সর্ব্ব অগ্রে হৈছে অগ্রসর।
মৃদুমন্দগতি চলে পশ্চাতে তাদের।
অশ্ব আরোহণে শান্তিরক্ষক সদলে॥
সাম্রাজ্য উপনিবেশ নানা প্রতিনিধি।
হইছে পশ্চাৎগামি সপ্ত অশ্বযানে॥
সাম্রাজ্য সর্ব্ববিভাগ অসংখ্য সেনানী।
স্বদেশী বিদেশী উপনিবেশ নিচয়।
বীরপদে কাঁপাইয়া নগরী চলিছে॥
সপ্ত অশ্বযানে চলে প্রতিনিধিচয়।
যতেক উপনিবেশ সাম্রাজ্য রতন॥
পশ্চাতে সেনানী চলে প্রতি প্রতিনিধি
অশ্বযান, স্ব স্ব উপনিবেশ বিভাগ।
পরে চলে অশ্বারোহী সামন্ত ভারত।
রণ-বাদ্য-কর-দলে লয়ে পুরোভাগে।
ভারত নরেন্দ্রগণে লইয়া পশ্চাতে
অশ্বযানে, বরোদার গুইকবার নৃপে।
মহারাজ হোল্‌কার ইন্দোর নৃপতি
আগা খাঁরে সাথে চলে দ্বিতীয় শকটে।
ভূপাল মহিষী লয়ে স্বীয় পুত্রগণে।
চলিছে তৃতীয় অশ্বযান আরোহণে॥

পটিয়ালা শাপুর নৃমণি যুগল।
আরূঢ় হইয়া চলে চতুর্থ শকটে॥
রাজ পিপলা, পুদুকোটা নরেশ যুগল।
চলিছে পঞ্চম অশ্বযান আরোহিয়া॥
আরূঢ় হইয়া ষষ্ঠযানে চলে পরে।
ঠাকুর সাহিব সনে সাহিবা গোণ্ডাল।
লইয়া পশ্চাতে জয়-বাদ্যকর দলে॥
ভারত উপনিবেশ সেনানী নিচয়।
পুরোভাগে অর্দ্ধ ক্রোশ হইল বিস্তৃত।
অনাবৃত অশ্বযানে সাম্রাজ্ঞী সম্রাট
চলিছেন. জয়বাদ্য বাজিতেছে যত।
ঘন ঘন গরজিছে শতঘ্নি এখন।
উচ্চ জয়রবে পথ হইল ধ্বনিত॥
মহা কোলাহলে সবে করে সম্ভাষণ।
যুগল দর্শনে এবে সাম্রাজ্ঞী সম্রাটে।
সুমধুর সঙ্গীত লহরী ছাপাইয়া॥
মহা সমারোহে যাত্রা করিছে সম্রাট।
সাম্রাজ্য সর্ব্ব বিভাগ সৈন্যদল হেথা।
চলিতেছে সম্রাটের অশ্বযান সাথে॥
অগণন অশ্বারোহী সেনা অগ্রে চলে।

লয়ে সাথে পঞ্চদল রণ-বাদ্যকর ॥
বীরেন্দ্র কিশোর দুই সেনাপতি সনে।
মহা ব্রতন ভারতীয় সামন্ত নিচয়।
—সম্রাটের আজ্ঞাবাহী চিরসঙ্গি সবে—
হৈছে অগ্রসর পরে মন্দ মন্দ গতি ॥
রাজ কর্ম্মচারি চলে তিন অশ্বযানে।
নগর অধ্যক্ষ পরে চলে অশ্বারোহী ॥
ভারত উপনিবেশ রক্ষক সেনানী
সহযাত্রী, অগ্রসর হৈছে ক্রমে ক্রমে।
সম্রাট রক্ষক যত অশ্বারোহী সেনা।
হয় অগ্রসর অগ্রে সম্রাট শকট।
যোজিত অষ্ট-ধবল-অশ্ব সুদর্শন ॥
ভূতপুর্ব্ব ভারত বীরেন্দ্র সেনাপতি।
শকট দক্ষিণ পার্শ্বে চলে অশ্বারোহী ॥
তামস সেতুর শোভা হের নিরখিয়া।
সুদৃশ্য তোরণ তিন শোভে তদুপরি।
সুপ্রাচীন ধরি নানা চিহ্ন নৃপমণি।
নানা বর্ণ অভিষেক দৃশ্য সুগঠিত ॥
মধ্যবর্ত্তী তোরণের শোভে শিরোভাগে।
শত্রু সৈন্য নিবারক সেতুর উপরি।

ইংলণ্ডের রাজ চিহ্ন গোলাপ সুন্দর ॥
জয় রব স্রোতে চলে অবিরাম গতি।
সম্রাট শকট ; দোঁহে সাম্রাজ্ঞী সম্রাট,
নমি শির দুই পার্শ্বে করেন গ্রহণ।
ভকতি অভিবাদন প্রজা অগণন ॥
প্রাসাদে প্রত্যাগমন হৈল নৃপমণি।
জয়ধ্বনি মাতাইল চৌদিক প্রাসাদ ॥
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী আসি বাতায়ন পথে।
সাদরে অভিবাদন করিছে গ্রহণ ॥
সম্রাট ভ্রমণ পুরী নিশা অবসান
হইয়াছে বহুক্ষণ ; হের মন্ত্রিবর
হেথা রণতরি সংখ্যা সার্দ্ধ শতাধিক।
উপকুলানতি দূরে শোভে সুসজ্জিত।
শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সপ্ত সুদূর বিস্তার।
সার্দ্ধ দুই ক্রোশ বক্ষে অর্ণব বিশাল।
সম্রাট পরিদর্শন নিবন্ধন সবে ॥
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী লয়ে যুবরাজ আদি
পুত্র কন্যাগণ আর আমন্ত্রিত সবে।
বাহি দুই রণতরি উপজিলা হেথা ॥
গরজিছে ত্রিসহস্র শতঘ্নি ভীষণ।

কাঁপায়ে সাগর জল মেদিনী অম্বর ॥
প্রতি রণতরি পার্শ্ব বাহী চলে তরি
সম্রাট, পরিদর্শন নৃপেন্দ্র কারণ।
প্রতি রণ-তরি বক্ষে নৌসেনাদল।
জয় রবে কাঁপাইয়া সাগর অম্বর।
করিছে অভিবাদন সাম্রাজ্ঞী সম্রাটে ॥
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী দোঁহে মিলি সবে এবে
করিছে অভিবাদন নমি বর শির ॥
লইয়া দর্শকবৃন্দ কত জলযান।
বাহিয়া অর্ণব তরি ভ্রমিছে সকল ॥
নিশার তমসা আবরিল সিন্ধু নীরে।
হের কিবা অপরূপ দৃশ্য মনোহর ॥
বিজলী আলোকমালা দীপ্ত সুরচিত।
সর্ব্ব অঙ্গ বিভূষিত প্রদীপ্ত ভাতিছে।
মনোহর রণ-তরি সাগর বক্ষেতে।
বিকম্পিত ঊর্ম্মিদলে প্রতিবিম্ব পাতি ॥
সাগর সলিল শোভা নেহার এখন।
চন্দ্রমা উল্লাসে যেন হইয়া বহুল।
নাচে তারাদলে মর্ত্ত্যে সুনীল সাগরে ॥
খেলে অন্বেষণালোক রণ-তরি মাঝে।

আলোকিয়া দিগ্‌দেশ সুদূর সাগর ॥
অভি ষক পক্ষ হৈছে গত মহোৎসবে।
স্ফাটিক-নিন্দিত কাচপ্রাসাদ ভূভাগে
শত সহস্র বালক হৈছে প্রমোদিত ॥
ভোজন ব্যবস্থা যত শৈশববালক।
হয়েছে সুচারু অতি সম্রাট আজ্ঞায় ॥
যন্ত্র চালিত শকট আরোহী সম্রাট।
লয়ে সাথে যুবরাজ সাম্রাজ্ঞী আইলা ॥
শকটারোহণে সবে কৈলা প্রদক্ষিণ।
যতেক ভূখণ্ড যথা ব লক নিচয়
সমাবেত, দৃশ্যমান সর্ব্বস্থান হতে;
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী এবে ত্যজিয়া শকট।
হইলা দণ্ডায়মান সম্মুখে সবার,
হেরিতে বালকবৃন্দে, দিতে দরশন ॥
প্রাসাদ উদ্যানে আজি করিছে বিহার।
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী লয়ে নৃপেন্দ্র নিচয় ॥
ভারত নৃমণি, প্রতিনিধি, মহাজন,
স্বরাজ্য, উপনিবেশ, রাজ্য বৈদেশিক।
বৈদেশিক দূত আর শচীব সদলে।
আমন্ত্রিত অভ্যাগত আর মহাজন,

সুদূর জলধি পার সাম্রাজ্য বিভাগ।
স্বপক্ষ বিপক্ষ রাজ্য সভাসদ্ দল ॥
সমর বিভাগ স্থল জল কর্ম্মচারি।
অভিনয়, সঙ্গীত, সাহিত্য, ব্যবসায়ী,
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী আর রাজবংশধর।
পুরোবাসী সবে হেথা সম্মিলিত আজি ॥
অন্যূন ষষ্ঠ সহস্র সমাহুত জন।
সমাগত আজি সবে প্রাসাদ উদ্যানে ॥

বিমানে দেবরাজের ভারতাভিমুখে যাত্রা ; এবং দিল্লীর সভাস্থল নিরীক্ষণ ও বর্ণন।

চল হেরি উদি এবে ভারত অম্বরে।
আয়োজন হৈছে কিবা সম্রাট বরণ।
শচীবে সম্বোধিলা আদেশিলা সুরপতি ॥
চলিল অম্বরপথে বিমাননিচয়।
মন্ত্রিবরে সম্বোধিয়া কহিলা সুরেশ।
ভারতের প্রতিনিধি শচিব আদেশে,
ভারত সাম্রাজ্য মাঝে করিলা ঘোষণা।
ভারত সাম্রাজ্য ভুক্ত সকল বিভাগে,

প্রতি গ্রামে গ্রামে সভা হবে অনুষ্ঠিত ॥
সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপি সভা মাঝে ।
হইবে ঘোষিত বার্ত্তা সাম্রাজ্যাভিষেক
অভিষেক দিনে, যেন ব্যবস্থা ভোজন,
কি দরিদ্র, কি বালক, হয় সর্ব্বস্থানে ।
আনন্দ উৎসব আর হয় অনুষ্ঠিত ॥
প্রজার ভবন যেন হয় দ্বীপান্বিত ।
প্রাচীন ভারত ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানী ।
নৃপ-ইন্দ্রবাস এই ছিলা পুরাকালে ॥
যাহার হস্তিনাপুর পূর্ব্বে ছিলা নাম ।
হের সে গৌরবস্থল বিদিত ভুবন ।
দিল্লী নামে খ্যাত যাহা যবন শাসনে ॥
চির সম্রাট নিবাস আবার কেমন ।
হৈছে সুশোভিত নরকীর্ত্তি মেখলায় ॥
লিটন কুর্জ্জন লর্ড ইতিপূর্ব্বে যথা ।
করেছিলা মহা সভা যেথা অধিষ্ঠান ॥
অনিকিনি অধিষ্ঠান সুপ্রাচীন ভূমে ।
হৈছে সেই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগে রচিত ।
বিরাট সভার গৃহ, উচ্চাসন শ্রেণী ।
স্তরে স্তরে দুই পার্শ্বে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ॥

সুবৃহৎ ভূমিখণ্ড ব্যাপি অভ্যন্তরে ॥
এতদুভয়ের মধ্যে হৈছে শোভমান।
উচ্চ বেদি পরি সম্রাটের উচ্চাসন ॥
পঞ্চদশ সহস্রেক সভাস্থ দর্শক
বসিবার স্থান হইয়াছে নির্ব্বাচিত।
সুদীর্ঘ আসন শ্রেণী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ॥
পঞ্চসহস্র বালক বসিবে হেথায়।
ক্ষুদ্রতর অর্দ্ধচন্দ্রে আসন শোভিত।
যতেক শাসনকর্ত্তা ভারত বিভাগ।
সৈন্যাধ্যক্ষ, উচ্চ কর্ম্মচারি, নৃপগণ,
ভারত সাম্রাজ্য আর রাজ্য স্বদেশীয়
যতেক সভার সভ্য, আমন্ত্রিত জন ॥
অনুমতি প্রাপ্ত আর দর্শক নিচয়।
করিবেক সবে হেথা আসন গ্রহণ।
এ বিরাট সভাস্থলে সেনানীনিচয়।
দল বলে অবস্থান আছে ব্যবস্থিত ॥
ক্ষুদ্রতর অর্দ্ধচন্দ্রে আসন সজ্জিত।
সম্রাট পটমণ্ডপ যাহে সংস্থিত ॥
সম্রাটে অভিবাদন করিবেক আসি।
যতেক শাসনকর্ত্তা ভারত বিভাগ।

নৃপ, প্রতিনিধি সবে সাম্রাজ্য ভারত ॥
সভাস্থল মধ্যে পটমণ্ডপে সম্রাট।
অবশেষে অধিষ্ঠান করিবেক আসি ॥
সম্রাট ঘোষণাপত্র হইবে পঠিত
সভাস্থলে ; সভাসদ শুনিবে ঘোষণা।
সম্রাট পটমণ্ডপে নিশা আগমনে।
মহা ভোজ আয়োজিত হৈবে সভাদিনে ॥
হৈবে আহুতজনে পরে সমাদৃত ॥
অবৈতনিক তার স্বদেশীয় সেনা।
উচ্চ কর্ম্মচারিগণ হৈবে সমাদৃত।
সম্রাটপ্রবর পার্শ্বে সবে পরদিনে ॥
দুর্গের উদ্যানে পরে সম্রাটপ্রবর।
অপর আহুত জন কৈবে সম্ভাষণ ॥
উচ্চ কুলাঙ্গনা লাগি উদ্যান মাঝারে।
উদ্যান বিহারস্থল হৈবে নিদর্শিত ॥
নানাদৃশ্য মাঝে তথা হৈবে দৃশ্যমান।
মমতাজ মহলে এক দৃশ্য সুপ্রচীন ॥
মেলার অধিবেশন হৈবে তৎকালে।
বাহিরে দুর্গ প্রাচীর, সম্রাট প্রবর,
বহু লোক মধ্যে তথা করিবে গম ।

দেখা দিতে প্রজাদলে পূর্ব্বপ্রথা মতে ॥
উদ্যান বিহার অন্তে হৈবে দ্বিপান্বিত
দুর্গ, অগ্নিক্রীড়া হবে নিশিথে বেলায় ।
দরিদ্র ভোজন হবে ব্যবস্থা সুচারু ।
সম্রাট প্রচুর অর্থ দিলা যে কারণ ॥
সমবেত সৈন্যদলে নগর দিল্লীতে ।
পরদিন নিরখিবে সম্রাটপ্রবর ॥
সম্রাট পটমণ্ডপে সন্ধ্যা সমাগমে ।
সম্রাট আহ্বানি সভা করিবেন দান ।
সম্মান উপাধি সবে রাজ প্রশংসিত ।
দিল্লী অভিষেক কার্য্য হৈলে সমাপন ।
মহা সমারোহে যাত্রা করিবে সম্রাট ।
দুর্গ অভিমুখে পূর্ব্বে নেপাল গমন ।
সাম্রাজ্ঞী গমন হবে আগরা নগরে ॥
সম্রাট পটমণ্ডপ সন্নিহিত স্থলে,
সভাস্থল মধ্যবর্ত্তী যতেক ভূভাগে ।
অপর মণ্ডপ নানা হৈছে বিরচিত ॥
শাসন কর্ত্তা নিচয় ভারত বিভাগ ।
সার্দ্ধশত নৃপগণ সৈন্যাধ্যক্ষ আর ।
ভারত বিভাগ নানা প্রতিনিধিচয়॥

সবার পশ্চাতে হৈছে মণ্ডপ নির্ম্মাণ।
প্রশংসিত রণবীর সৈনিক নিচয়॥
আর সৈন্যগণ অন্য মণ্ডপ অপর।
হইতেছে বিনির্ম্মিত হের ওই স্থানে॥
প্রসস্ত হইছে পথ পুনঃ বিনির্ম্মিত।
সকল দিল্লীনগর ; যোজন কয়েক
ব্যাপি নব পথ সভাক্ষেত্রে সুশোভিছে॥
সার্দ্ধ চতুর্যোজন বাষ্পীয় রথ পথ।
মণ্ডপ নিচয় যোগাযোগ নিবন্ধন।
হইয়াছে বিরচিত সভাস্থল মাঝে॥
বাষ্পীয় রথের শেষ আগমন পথ।
হইয়াছে নির্ব্বাচিত মধ্যে সভাস্থল॥
তথায় আহুত সবে উতরিবে আসি।
বিজলী আলোকে দীপ্ত হবে সভাস্থল॥
ত্রিসহস্র সংখ্যা শান্তি রক্ষক নিচয়।
পাঞ্জাব প্রদেশ হতে আসিবে হেথায়।
সভাস্থল শান্তিরক্ষা করিতে বিধান॥
বিরাট বিপনি এক সভাক্ষেত্র মাঝে
পণ্য দ্রব্য পূর্ণ হইয়াছে সংস্থিত॥
ক্ষুদ্রতর আর অন্য বিপনি নিচয়।

সভাস্থল চারিদিকে হৈলা বিনির্ম্মিত।
সার্দ্ধ দুইলক্ষ লোক পুরাতে অভাব।
সভাস্থলে অনুমানি হৈবে সমাবেত॥
জলের ব্যবস্থা হেথা হয়েছে সুচারু।
ধৌত জল নিস্ক্রমণ আয়োজন আর।
সভাস্থল স্বাস্থ্যরক্ষা হৈছে আয়োজন।
ভেষজ নিচয় হইয়াছে নির্ব্বাচিত॥
আর চিকিৎসার গৃহ ঔষধ আলয়।
করিতে শান্তিবিধান, পীড়া সাধারণ॥
দিল্লীপুরি সভাক্ষেত্র স্বাস্থ্য ভাল এবে।
সভাস্থল পথ বাধা শূন্য রাখিবারে।
কর্ম্মচারি সব যত সৈনিক বিভাগ।
অশ্বারোহী, পদাতিক, হৈলা নির্ব্বাচিত
বিদেশীয় রাজ কার্য্য বিভাগ মণ্ডপে।
শাসনকর্ত্তা নিচয় উপনিবেশাদি।
আর বৈদেশিক রাজ্য প্রতিনিধিগণ।
তিষ্ঠিবার স্থান হইয়াছে নির্ব্বাচিত॥
পত্র ও তড়িৎবার্ত্তা প্রেরণ মণ্ডপ।
সংবাদপত্র নিচয় সম্পাদকগণ
মণ্ডপ সমীপে হইয়াছে সংস্থিত।

সম্রাট পটমণ্ডপ সন্নিহিত স্থলে ॥
পত্র ও বার্ত্তা প্রেরণ নানা কার্য্যালয় ।
হয়েছে অপর নানাস্থানে বিরচিত ।
সমবেত বহুজন সৌকার্য্য সাধিতে ॥
যন্ত্র চালিত শকট দোষ সংশোধন ।
কার্য্যালয় হইয়াছে সংস্থিত হেথা ॥
মুম্বানগর* ত্যজি সাম্রাজ্ঞী সম্রাট ।
উতরিবে আসি যবে দিল্লী দুর্গগড়ে ॥
ভারতের প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ,
সস্ত্রীক, শাসনকর্ত্তা ভারতনিচয় ।
সৈন্যাধ্যক্ষ সভাসদ্ সাম্রাজ্য ভারত ।
উচ্চ কর্ম্মচারি সবে সাম্রাজ্য ভারত ।
রাজকীয় ও সমর বিভাগস্থ যত ।
সাদরে বরণ সবে করিবে তাঁদের ॥
সমাবেত মহোদয় দিলে পরিচয়
সম্রাটের পার্শ্বে লর্ড হার্ডিঞ্জ সুমতি ।
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী তবে মহা সমারোহে
দুর্গে প্রবেশিয়া দুর্গ অভ্যন্তরস্থিত ।
সুচারু পটমণ্ডপে কৈবে অধিষ্ঠান ॥
ভারতের নৃপগণ হার্ডিঞ্জ লর্ড ।

সম্রাট সাম্রাজ্ঞী পার্শ্বে দিবে পরিচয় ॥
নৃপগণ পরিচয় অন্তে নৃপমণি।
সাম্রাজ্ঞী সহিতে আর লয়ে দলবল
মহা সমারোহে দিল্লী রাজপথ বাহী।
গিরিতলে শোভমান সুপট মণ্ডপে
উতরিয়া আসি হেথা কৈবে অধিষ্ঠান।
শাসনকর্ত্তানিচয় ভারত বিভাগ।
হেথা দোঁহে সমাদরে করিবে বরণ ॥
ভারত সভার সহকারি প্রতিনিধি।
করিবে অভিনন্দন পত্র এক পাঠ ॥
সমারোহে যাত্রা পথপার্শ্ববর্ত্তী স্থলে।
হৈছে হের বিরচিত উচ্চাসন শ্রেণী।
বালক ভদ্রমহিলা বসিবার স্থান ॥
যন্ত্র চালিত শকট উপসর্গ নানা
সংশোধন বিমোচন করিতে অভাব।
কার্য্যালয় হৈবে এবে হেথা প্রতিষ্ঠিত ॥
অশ্ব চিকিৎসালয় অশ্ব চিকিৎসক।
হইয়াছে বিনির্ম্মিত, আর নিয়োজিত ॥

---

* বোম্বাই নগরের প্রাচীন নাম মুম্বা। মুম্বা দেবীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলিয়া ইহা দেবীর নামে খ্যাত ছিল।

এ মতে অভাব পটমণ্ডপ নগর।
পুরাইতে আয়োজন হৈছে বিধিমত ॥
শুভকার্য্য যোগদান নিবন্ধন হেতু।
সূর্য্য চন্দ্র বংশধর রাজপুত্র আর
নৃপতিনিচয় অন্য রাজন্য সহিতে।
হৈছে সুসজ্জিত করিবারে যোগদান।
মহোৎসবে মাতি এবে ভারত মাঝারে ॥
সাম্রাজ্যাভিষেক কার্য্যে জর্জ্জ পঞ্চম ॥

দেবরাজের মুম্বা নগর উদ্দেশ্যে যাত্রা।

আদেশিলা সুরবর সারথিনিচয়।
চালাতে বিমানচয় মুম্বা* অভিমুখে ॥
যথায় ভারতে আসি কৈবে পদার্পণ ॥
সম্রাট প্রবর জর্জ্জ পঞ্চম প্রথম ॥
দেবেশ আদেশে যত পুষ্পরথচয়।
চলিলা বিমানবাহী মুম্বার উদ্দেশে ॥

* অধুনা বোম্বাই নগর মুম্বা দেবীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলিয়া মুম্বা নামে খ্যাত ছিল। বোম্বাই শব্দ মুম্বা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। পুরাণ।

রাজধানী কলিকাতায় অভিষেক মহা সভা অনুষ্ঠিত না হইয়া দিল্লীনগরে ইহা অনুষ্ঠিত হইবার কারণ এবং দিল্লীর প্রাচীন সম্রাট বংশাবলীর বিবরণ।

ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলা শচিব বাসবে।
দেবরাজে ক্ষম দাস ধৃষ্টতা এখন।
দিল্লী নগরের পুরাতত্ত্ব সবিশেষ।
জানিতে ঔৎসুক্য বড় বাড়িতেছে মনে॥
কলিকাতা রাজধানী ত্যজিয়া কেন বা
দিল্লীতে সমাধা হবে কার্য্য অভিষেক॥
এতেক শুনিয়া প্রশ্নবাক্য মন্ত্রিবর।
সুরেশ্বর লাগিলেন কহিতে শচিবে॥
পুরাকালে হস্তী নামে লভিলা জনম।
চন্দ্রবংশে মহারাজ প্রবল প্রতাপি॥
স্বনামে স্থাপিলা দিব্য হস্তীনা নগর।
বহুবংশধর তাঁর কৈলে রাজ্য তথা।
এই বংশে পাণ্ডুপুত্র লভিলা জনম।

পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির নৃপবর ॥
হস্তীনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিয়া ।
রাজসূয় যজ্ঞ তথা করি সমাপন ।
ইন্দ্রপ্রস্থ নাম দিলা পরে যজ্ঞস্থল ।
ইন্দ্রপাঠ দুর্গ যার চিহ্ন অদ্যাবধি ॥
রবিসুতা কূলে নিগমবোধ ঘাট ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ অন্তে তথা কৈলা হোম
ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির ; অদ্যাবধি যথা
হয় মেলা অধিবেশ পুণ্যক্ষেত্র হেতু ।
শুক্লপক্ষ প্রতিপদ হৈলে সোমবারে ॥
তদবধি হৈল খ্যাত ইন্দ্রপ্রস্থ নামে ।
প্রাচীন হস্তীনাপুর হস্তীর স্থাপিত ॥
অগ্রগণ্য ইন্দ্রপ্রস্থ পঞ্চপ্রস্থ(১) মাঝে ।
যথা শোন, পাণি, ভগ, তিল, ইন্দু, পাঠ
পঞ্চপাণ্ডবাধিকার হৈলা নির্ব্বাচিত ॥
কৌরব পাণ্ডব পার্শ্বে যেই পঞ্চ পাঠ
সন্ধি নিবন্ধন মূল্যস্বরূপ মাঙ্গিলা ॥
যুধিষ্ঠির সহোদর পার্থ বংশধর(২)

(১) মহাভারত । (২) শ্রীমদ্ভাগবৎ ।

কৈলা রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থে ত্রিংশত নৃপতি
বংশ অনুক্রমে, সর্ব্ব পশ্চাতে ক্ষেমক(৩)
নৃপ পাণ্ডুকুলে যবে কৈলা রাজ্য তথা।
বিসর্ম্ম(৪) তাঁহার মন্ত্রী সরম বর্জ্জিত
করি তাঁয় রাজ্যচ্যুত লৈলা রাজ্যভার
স্বীয় করে, তদবধি বিসর্ম্ম নৃপতি।
বংশধর চতুর্দ্দশ কৈলা রাজ্য তথা।
পঞ্চশত বর্ষ ব্যাপি ইন্দ্রপ্রস্থ পুরে॥
তদন্তে গৌতমবংশে(৫) চতুর্দ্দশ নৃপ।
ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসন কৈলা অধিকার
বংশ অনুক্রমে; পরে নবম নৃপতি।
উক্ত সিংহাসন আরোহিলা বংশক্রমে।
ময়ূর(৬) নৃপতি বংশধর যথাক্রমে॥
নিলাঘপতি ময়ূরকুল শেষ নৃপ।
—ডিলু নামে খ্যাত যিনি আছিলা অপর।
যাঁর নামে অভিহিত দিল্লী এতকাল॥
অর্দ্ধশতবর্ষ ষষ্ঠবর্ষ ন্যূন কাল।
কৈলা রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থে যিনি অবিরোধে।
সে নিলাঘপতি রাজ্যকালে শঙ্খধ্বজ।

(৩) শ্রীমদ্ভাগবত। (৪) ঐ। (৫) ঐ। (৬) ঐ।

রবিকুলোদ্ভব কমায়ুন নরপতি।
বহুসৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থ কৈলা আক্রমণ ॥
সপ্তবার করি যুদ্ধ বৈরীদল সনে।
নিলাঘ নিহত হয়ে পড়িল ভূতলে ॥
বিক্রম-আদিত্য উজ্জয়িনী মহীপতি।
নিধন নিলাঘপতি বার্ত্তা শুনি রোষে।
ঘোষিলা তুমুল রণ শঙ্খধ্বজ সনে।
বধিল নিলাঘপতি ইন্দ্রপ্রস্থে অরি ॥
তদবধি ইন্দ্রপ্রস্থ হইলা অধীন।
উজ্জয়িনী রাজ্য ; কিন্তু বহুকাল ব্যাপি
সপ্তশত দ্বিনবতি বরষ যাবৎ।
দিল্লীসিংহাসনে কোন উজ্জয়িনীপতি।
না করিলা আরোহণ তথা উজ্জয়িনে ॥
তোমার নৃপতিকুল আধিপত্যকালে।
উজ্জয়িনে নৃমণি তোমার বংশধর।
দিল্লী সিংহাসনে আরোহিলা যথাক্রমে।
চারিশত কালব্যাপি করি রাজ্য তথা ॥
তোমার নৃপতিকুল শেষ বংশধর,
তৃতীয় অনঙ্গপাল নৃপরাজ্যকালে।
নৃমণি বিশাল দেব অজমিড়পতি,

চোহান কুল সম্ভব বিপুল বিক্রমে,
অধিকার কৈলা পরে দিল্লী সিংহাসন।
চত্ত্বারিংশৎবর্ষ রাজ্য কৈলা চোহান।
নৃপতিনিচয় বসি দিল্লী সিংহাসনে ॥
যেই কুলে পৃথ্বীরাও শেষ নরপতি
বিপুল বিক্রমে যুঝি অরিদল সনে,
অবশেষে হৈলে হত যবন সমরে।
আর্য্যের সৌভাগ্যলক্ষ্মী গেলা অস্তাচলে ॥
পাঠান মোগলকুলে যবন নৃপতি।
ক্রমে ক্রমে আরোহিলা দিল্লী সিংহাসনে।
ছয়শত বর্ষকাল করি রাজ্য তথা ॥
অধিকার ভুক্ত এবে ব্রতন্ সম্রাট।
দিল্লী চির ইন্দ্রপ্রস্থ শতার্দ্ধ বরষ ॥
তেঁই রাজধানী কলিকাতা ত্যজি আজি।
ব্রতন্ সম্রাট অভিষেক মহা সভা।
চির ইন্দ্রপ্রস্থে হেথা হৈবে অনুষ্ঠিত ॥

ভারতে রাজপুত্রকুলের উৎপত্তি বিবরণ

কহিল শচিবশ্রেষ্ঠ এবে দেবরাজে।
আদ্যোপান্ত সবিশেষ দিল্লী বিবরণ।

প্রভুর কৃপায় দাস শুনিল সকল ॥
কিন্তু রাজপুত্র কেবা, আইলা কোথা হোতে,
শুনিতে বাসনা এবে আছয়ে অন্তরে।
মন্ত্রিরে সম্বোধি তবে কহিলা দেবেশ ॥
অসুর কর্ব্বুরকুল হইলে প্রবল।
দিন দিন হৈল হ্রাস যবে ক্ষত্রকুল।
ক্ষত্র-অন্তকারি ভৃগুনন্দনের কোপে ॥
মহর্ষি বশিষ্ঠদেব ধরা শান্তি তরে।
স্বর্গাদপি গরীয়সী ভূস্বর্গ ভারতে।
রচি অরবুদ শৃঙ্গে অগ্নিকুণ্ড মহা।
তাহাতে স্বজিলা রাজপুত্র মন্ত্রবলে।
চোহান, চাঁদেল, বৈশ্য, পামর, প্রভৃতি।
বিদিত রাজপুতানা যাঁদের নিবাস ॥
মহর্ষি কৃপায় হৈলা দিগ্বিজয়ী সবে।
ক্রমে ক্রমে অধিকার কৈলা সর্ব্বস্থল ॥
মহাবল পৃথ্বীরাজ জন্ম এই কুলে।
অগ্নিকুণ্ডে ক্ষত্র স্বষ্টি মহর্ষি ভূলোকে।
শুনি মন্ত্রিবর হৈলা বিস্ময় বিহ্বল ॥

ভারতকে কেন স্বর্গাদপি গরীয়সী ভূস্বর্গ বলা হইল।

ক্ষণেক স্তম্ভিত রহি বিনীত বচনে
করযোড়ে নিবেদিলা দেবরাজ পাশে।
প্রভু হীন বুদ্ধি দাস অশক্ত বুঝিতে।
দেবেশ শ্রীমুখবাণী অপূর্ব্ব মধুর॥
ভারত স্বরগ ছবি মরতে বিকাশ।
হইলে হইতে পারে সম্ভব প্রতীত॥
সর্ব্বলোক বাঞ্ছনীয় অমর আলয়।
—স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি গণি—
স্বর্গাদপি গরীয়সী হয় কোন মতে।
ভারত অবনী মাঝে ওই মর্ত্ত্যধামে॥
এতেক সৌৎসুক্য বানি শুনি মন্ত্রিবর।
ধীরে ধীরে দেবরাজ লাগিলা কহিতে॥
এক মাত্র কর্ম্মভূমি জগত মাঝারে।
সর্ব্বলোক বাঞ্ছনীয় ভারত ধরায়॥
সর্ব্বলোকবাসী হেথা করে অনুষ্ঠান।
স্ব স্ব ইষ্ট সাধনার্থ কর্ম্ম বহুবিধ॥
স্ব স্ব কাম্যফল লভে স্ব স্ব কর্ম্মফলে।

দেববাঞ্ছা পুণ্যক্ষেত্রে ভারত ধরায় ॥
স্বর্গাদপি গরীয়সী হৈলা তেঁই নাম।
ভারত অবনী মাঝে জগৎ মোহন ॥
ভারত সন্তানে ধন্য গণে স্বর্গবাসী।
স্বর্গ, চতুর্ব্বর্গ, অপবর্গ, কাম্য যত।
সুরনর আদি লভে হেথা কাম্য ফল।
সর্ব্ব কাম্যপ্রদ হেথা কর্ম্ম তনুষ্ঠানি ॥
অসাধ্য সাধনা হেথা নাহিক কাহার।
অমরত্ব ব্রহ্মপদে লভে আর্য্য হেথা।
যাবতীয় কাম্যফল সর্ব্বলোকবাসী ॥
আত্মঘাতী সেই হেথা যে লভি জনগ
সেবে রিপুচয়ে হয়ে ইন্দ্রিয়ের দাস ॥
সম্রাট কিরীটোজ্জ্বল ভারত ভূষণ।
স্বর্গাদপি গরীয়সী মোহিনী ভুবন ॥
ব্যাপি যুগ যুগান্তর ভারত ধরায়।
কমলা ভারতী সুখ বিহার নিদান ॥
ধর্ম্ম সত্য সনাতন মহর্ষি সেবিত।
পরম পবিত্র ভবে নিকর সদন ॥
দেববাঞ্ছা ধাম চিরসুর লীলা ঠাম।
ভারত অবনী মাঝে জগৎ মোহন ॥

মুম্বা নগরের শিরোদেশে বিমান-দলের উদয়।

কিছুকাল পরে অবশেষে উপজিল।
বিমানে বিমানচয় মুম্বা শিরোদেশে॥
মন্ত্রিরে দেবেন্দ্র কহে হের নিম্নদেশে।
জলধি বেষ্টিতপুরী মুম্বা মনোহর
পশ্চিম ভারত রাজধানী ও বন্দর॥
সুদূর সাগর পার হৈয়া হেথা আসি।
সম্রাটপ্রবর উতরিবে সমারোহে॥
ধরে কি অপূর্ব্ব শোভা রাজপথচয়।
সম্রাট শুভাগমন অপেক্ষায় এরে॥
স্তম্ভ সারি সারি কিবা সুচারু গঠন।
সংযোজিত হয়ে মাল্যে দিব্য দরশন।
রাজপথ দুই পার্শ্বে শোভে মনোহর॥
সুশোভিত হয়ে চারু স্তম্ভে নানাবিধ।
ধ্বজা চূড়া বিশোভিত তোরণ নিচয়॥
অষ্টবিংশতি সহস্র বালক আসন।
সম্রাট শুভাগমন কৈতে নিরীক্ষণ।
রাজপথচয় করে শোভা সম্পাদন॥

তিষ্ঠিবেন হেথা চারি দিবস সম্রাট।
দীপান্বিত হইবেক সমগ্র নগর।
একদিন, অপর দিবসত্রয় হেথা।
রাজকার্য্যালয় যত হৈবে দীপান্বিত॥
সপ্তবিংশতি সহস্র বালক বালিকা
হইবেক সম্মিলিত মেলাস্থল মাঝে।
সম্রাটের উচ্চাসন সম্মুখে সকলে।
সম্রাট পরিদর্শন নিবন্ধন সেথা॥
জাতীয় সংগীত নানা ভাষা বিরচিত
ভারতের, কৈবে গান বালক বালিকা।
নাচিবে বালিকাবৃন্দ গীত তান লয়ে।
সম্মুখে সম্রাটবর প্রীতির কারণ॥
মিষ্টান্ন, পতাকা, আর, পানপাত্র এক,
বালক বালিকা প্রত্যেক লভিবে তথায়।
স্মারক চিহ্ন সম্রাট সাম্রাজ্যাভিষেক॥
দিবাভাগে অগ্নিক্রীড়া হইবে তথায়।
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী দোঁহে হেরিবেক উহা॥
পুরবাসী সর্ব্বসাধারণের কারণ।
অগ্নি ক্রীড়া রজনীতে হৈবে আয়োজন।
অভিষেক দিনে পুনঃ মুম্বানগরে॥

সুবিশাল লৌহচক্র লৌহদণ্ডোপরি।
ঘুরিবে অশীতি জন প্রায় বক্ষে লয়ে॥
পঞ্চবিংশতি সহস্র দিনহীন জন।
ভোজনের আয়োজন হইবে তথায়।
অভিষেক দিনে জর্জ্জ পঞ্চম সম্রাট॥
সম্রাট অর্ণব তরি হৈছে উপনীত।
ভারতের উপকূলে মুম্বা সন্নিহিত॥
সুশ্বেত বরণে ওই দিব্য দরশন।
শোভে পুরোভাগে এবে সম্রাট অর্ণব।
লইয়া পশ্চাতে চারি রণতরিচয়॥
উপকূলাস্থিত যত রণতরিচয়।
একশত একবার শতঘ্নি গর্জ্জিছে।
সম্রাটের আগমন ঘোষি সর্ব্বজনে॥
লোকাকীর্ণ হৈছে এবে মুম্বা উপকূল।
সরম প্রতিমা যত কুলাঙ্গনা সবে।
হেথা সমাবেত কৈতে সার্থক নয়ন।
যুগল দর্শন আসে তৃষিত নয়নে।
করে নেত্রপাত উপকূল অভিমুখে।
আনন অবগুণ্ঠন করিয়া মোচন।
ভারতের প্রতিনিধি সহ মন্ত্রি আদি।

সম্রাট অর্ণব পোত উদ্দেশে চলিলা
জলযানে ; মুম্বার শাসনকর্ত্তা এবে ।
সম্রাট উদ্দেশে যাত্রা করিছে সদলে ॥
ভারত মহাসাগর নৌসেনাপতি ।
সম্রাট দর্শনে গেলা জলযান বাহী ॥
সম্রাট সবারে লয়ে করিলা ভোজন ।
বহুক্ষণ আলাপন সাম্রাজ্ঞী সম্রাট ।
করিলেন ভারতের প্রতিনিধি সনে ।
আর নৌসেনাপতি ভারত জলধি।
মুম্বার শাসনকর্ত্তা আদি মহাজন ॥
সম্রাটের সনে কৈলা মধ্যাহ্ন ভোজন ।
ভারতের প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ ॥
অপরাহ্নে সম্রাটের রণতরি এবে ।
মুম্বার বন্দরে আসি হেথা উপজিল ॥
যন্ত্রচালিত শকট করি আরোহণ ।
মুম্বার শাসনকর্ত্তা উপজিল হেথা ।
অশ্বারোহী সঙ্গি তাঁর সৈন্য লয়ে সাথে ॥
হেথা আইলা পরে ভারতের প্রতিনিধি ।
আর নৌসেনাপতি সঙ্গি সেনা লয়ে ॥
ত্যজিয়া অর্ণব তরি সম্রাজ্ঞী সম্রাট ।

কৈলা পদার্পণ দোঁহে বন্দরে এখন ॥
ব্রতনের পদাতিক সুসজ্জিত সেনা।
শোভে উচ্চে পুরোভাগে বাদ্যকর লয়ে ॥
শতঘ্নি গর্জ্জিল ঘোষি সম্রাটাগমন।
সসম্ভ্রমে সমাদরে কৈলা অভ্যর্থনা।
সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীরে সমবেত সবে ॥
দোঁহে লয়ে সাথে এবে চলিল সকলে ।
সুচারু পটমণ্ডপে যথায় সস্ত্রীক
মুম্বার শাসনকর্ত্তা, নৌসেনাপতি,
প্রধান বিচারপতি, উচ্চ কর্ম্মচারী
সবে দোঁহে সসম্ভ্রমে কৈলা অভ্যর্থনা ॥
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পটমণ্ডপে সুচারু।
করিয়া গমন পরে সাম্রাজ্ঞী সম্রাট।
উচ্চ বেদীপরি কৈলা আসন গ্রহণ ॥
নগর অধ্যক্ষগণ সম্মুখে তাঁহার।
করিলা অভিনন্দন পত্র এক পাঠ ॥
সাদর আহ্বান পত্র পাঠ সমাপনে।
সমবেত জনে তবে কহিলা সম্রাট ॥
"ছয় বর্ষ পূর্ব্বে হেথা মহা সমাদরে।
হয়েছিনু সমাহুত মোরা দুইজনে ॥

সে আদর কথা কভু নারিনু ভুলিতে।
পরম আদরে হয়ে সমাদৃত হেথা।
ভ্রমেছিনু ভারতের অশেষ ভূভাগ।
লভিবার আশে জ্ঞান ভারত নিবাসী॥
মহানন্দে যেইজ্ঞান অর্জ্জিলাম তবে।
বাড়িল সহানুভুতি ভাব মম হৃদে।
ভারত সন্তান প্রতি তাহে নিরবধি॥
প্রিয় পিতা শোকাবহ বিয়োগ কারণ।
যদবধি রাজ্যভার করিনু গ্রহণ।
আকিঞ্চন ছিল মোর সঞ্চিত হৃদয়ে।
ভারতে সম্রাজ্ঞী সনে আসিব আবার॥
সে আশা পুরিল মোর আজি এতদিনে।
কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মোর হৃদয় এখন।
শস্যপূর্ণ হেরি পুনঃ সে সকল স্থল।
অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শঙ্কা শস্য হানি
যথায় হইয়াছিল সর্ব্বজন চিতে॥"
সম্রাটের সুধামাখা বাণী সমাপনে।
ত্যজিয়া পটমণ্ডপ সাম্রাজ্ঞী সম্রাট,
বাহিরিলা এবে পুরী ভ্রমণ উদ্দেশে।
করি আরোহণ দিব্য রাজ অশ্বযান॥

অগণন অশ্বারোহী অগ্রে ও পশ্চাতে
চলে অশ্বযান, লয়ে বাদ্যকর দলে।
ভারতের প্রতিনিধি চলে অশ্বযানে।
পশ্চাতে শাসনকর্ত্তা মুম্বার চলিছে
তাঁহার পশ্চাতে আরোহিয়া অশ্বযানে
লোকাকীর্ণ রাজপথ দুই পার্শ্ব হতে
জয়বরে দোঁহে সবে কৈছে সম্ভাষণ॥
নমি ঘন ঘন শির দুই পার্শ্বে দোঁহে।
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী কৈছে সাদরে গ্রহণ।
ভকতি অভিবাদন প্রজা অগণন॥
হের কিবা মনোলোভা রাজপথ শোভা
বিবিধ তোরণ আর প্রবেশের দ্বার।
ধ্বজা চূড়া বিশোভিত শোভে পথচয়॥
ধবল মন্দির উচ্চ সুবর্ণ শিখর।
পথ পার্শ্বদ্বয়ে শোভে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে
স্বল্পদূর ব্যবধানে, মন্দিরের মাঝে;
সুশ্বেত, নীল, লোহিত, বরণ পতাকা,
শোভিছে সুন্দর লয়ে ক্ষুদ্র ঘণ্টা দলে।
রুনুরুনু রবে ঘণ্টা বাজিছে সকলে॥
যোজন পথ ভ্রমণ করি এই মতে।

বন্দরে প্রত্যাগমন করিলেক দোঁহে
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী ; এবে জলযান বাহী,
প্রাসাদনিন্দিত রণতরির উদ্দেশে,
আনন্দে করিলা যাত্রা সঙ্গিদল লয়ে।

দেবরাজের কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা।

রাজধানী কলিকাতা নিবাসীনিচয়।
মহোৎসবে মাতি এবে হৈছে সুসজ্জিত ॥
রাজধানী উপযুক্ত বিহিত সাদরে।
করিতে বরণার্চ্চনা সম্রাট প্রবর ॥
কহ এবে মন্ত্রিবর সারথিনিচয়ে।
কলিকাতা অভিমুখে চালাইতে রথ ॥
চলিল অম্বরপথে বিমাননিচয়।
সুরেশ্বর আজ্ঞাক্রমে বাহিয়া বিমান।
উপজিলা শেষে কলিকাতা শিরোদেশে ॥
শচিবে সম্বোধি এবে কহিলা সুরেশ।
বিধিমতে সম্রাটেরে করিতে বরণ।
আগমন অপেক্ষায় জর্জ্জ পঞ্চম।
নগর প্রান্তরে এক অর্দ্ধচন্দ্রাকারে।
সুপ্রসস্ত ভূমে এবে হৈছে বিরচিত।

উৎসব বিরাট গৃহ দিব্য দরশন।
সুগোল গুম্বজ বিভূষিত শির মাঝে।
আর নানা ধ্বজা চূড়া দ্বিপার্শ্বে তাহার॥
গুম্বজের নিম্নদেশে উৎসব ভবন।
সম্রাট, সাম্রাজ্ঞী, স্বর্ণ, রৌপ্য, উচ্চাসনে।
বসিবেন ভারতের প্রতিনিধি সনে॥
স্তরে স্তরে উচ্চাসন শ্রেণী সারি সারি।
পঞ্চসহস্র লোকের বসিবার স্থান।
হইতেছে বিরচিত গৃহ অভ্যন্তরে॥
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী হেথা হবে আগমন।
পাত্র মিত্র সভাসদ্ লয়ে পরিজন॥
ভারতের উচ্চ কুলাঙ্গনাগণ স্থান।
হৈছে হেথা নির্ব্বাচিত দৃশ্য দেখিবার॥
বিজয় উৎসব যাত্রা হৈবে অভিনীত।
বিক্রম-আদিত্য মহারাজ এই স্থলে॥
নবাব মুর্শিদাবাদ যাত্রা সমারোহে।
উৎকল নিবাসী যষ্টি ক্রীড়ায় নিপুণ,
রণোন্মত্ত যষ্টিধারী নৃত্য সুভীষণ।
রণবাদ্য সনে সেনা যাত্রা নিশাকালে,
দ্বীপালোক সমুজ্জ্বল তুরি ভেরি রবে।

অভিনীত হবে সব উৎসবের স্থলে ॥
ষষ্ঠষষ্টি হস্তী, উষ্ট্র সংখ্যক ত্রিংশত।
অশ্ব একশত একনবতিসংখ্যক।
হেথায় উৎসব কার্য্যে হৈবে নিয়োজিত ॥
সন্ধ্যাসমাগমে হইবেক অগ্নি ক্রীড়া।
সমগ্র নগর ভাতিবেক দ্বীপান্বিত।
ঘাট, বাট, মাঠ, নদী, তট, সেতু, তরি,
ধরিবে সুবর্ণপুরী শোভা কলিকাতা।
দরিদ্র ভোজন হইয়াছে ব্যবস্থিত।
সম্রাটের অভিমতে বালক নিচয়
অষ্টবিংশতি সহস্র কৈবে যোগদান
এ মহা আনন্দোৎসবে, তেঁই আয়োজন
হৈছে দৃশ্য দরশন বালক নিচয় ॥
সম্রাটের আগমন পথ পার্শ্বদ্বয়ে
হইতেছে বিরচিত উচ্চাসন শ্রেণী,
দর্শন বালকবৃন্দ লাগি স্তরে স্তরে।
প্রতিষ্ঠার্থ মুদ্রা, আর ধ্বজা সুশোভন,
ধাতুবিনির্ম্মিত মুদ্রাধার কৈবে লাভ
তথায় প্রতি বালক চিহ্ন অভিষেক।
পানাহার আয়োজন বালক নিচয়।

সম্রাটাগমন দিনে হইবে তথায় ॥
মৃগয়ার অবসানে ত্যজিয়া নেপাল
সম্রাট শুভাগমন হৈলে কলিকাতা,
মহা সমারোহে যেই পথ অনুসারি
করিবে প্রাসাদে যাত্রা সম্রাট প্রবর,
হের সেই পথচয় কিবা শোভা ধরে।
দুই পার্শ্বে সুরচিত স্তম্ভ সারি সারি।
স্বদেশী বিদেশী বহুবিধ অগণন।
হয়ে সংযোজিত দিব্য মাল্য আভরণে।
অমর নিন্দিত শোভা ধরিয়া বিহরে ॥
ভারত উজ্জ্বল তারা, সুবর্ণ কিরীট,
সম্রাটের নাম যুক্তাক্ষরে গোলাকারে,
স্তম্ভোপরি শোভমান হৈছে কোন পথে
লোহিত পথ প্রবেশ স্থলে সুশোভিছে
উত্তর দক্ষিণে মঞ্চ অর্দ্ধগোলাকারে।
গীরিশ দেশীয় মঞ্চ শোভিছে উত্তরে.
ধরিয়া সাম্রাজ্য চিহ্ন ব্রতন্ বিবিধ ;
নানাবর্ণ বহু ধ্বজা পার্শ্বে উহা শোভে,
সাদর অভিনন্দন বাক্য শোভে মাঝে।
তদুপরি শোভিতেছে কীরিট উজ্জ্বল

নানা ধ্বজা ও পতাকা মাঝে বর্ম্মদ্বয়
রাজচিহ্নাঙ্কিত অতি রম্য দরশন।
হৈবে সুসজ্জিত রাজ অস্ত্রে চারিমতে,
অষ্টাদশ সুবৃহৎ পতাকা সুন্দর,
মাল্য আভরণে চারি সুদীর্ঘ সুচারু,
গীরিশ হর্ম্মাদি শিরোভূষণ চারিটি,
চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক মাল্যে ক্ষুদ্রাকার ;
চারিটি বৃহৎ বর্ম্মে, আর ক্ষুদ্রাকার
চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক বর্ম্ম সুদর্শন ॥
লোহিত পথ দক্ষিণ প্রবেশের স্থলে,
সুরচিত মঞ্চ হইয়াছে বিরচিত
প্রাচ্যভাব বিকাশিয়া চৌদিকে তাহার,
কারুকার্য্যে বিরচিত প্রাচ্য দেশজাত
বস্ত্র মাল্য আভরণে হইছে ভূষিত।
লোহিত পথ মাঝারে হৈছে বিরচিত।
অর্দ্ধ গোলাকার মঞ্চ, নিম্নে গোলাকারে
গীরিশ দেশীয় স্তম্ভ শোভে চারিদলে,
সুপ্রসস্ত ভূভাগের চৌদিক বেড়িয়া।
মহা ব্রতন্ সম্ভব দিব্য দরশন
ক্ষুদ্র তরু, তৃণ, আর গোলাপ, কমল

সুবৃহৎ স্তম্ভ শিরে শোভে সুগঠন ॥
অর্দ্ধ গোলাকৃত মঞ্চ মাঝে বিরাজিছে।
সম্রাটের নাম যুক্তাক্ষরে গোলাকারে।
হয়ে সংযোজিত মাঝে স্তম্ভে পার্শ্বদ্বয় ॥
সুবৃহৎ সুরচিত স্তম্ভ সারি সারি।
শতাধিক ধরি শিরে দিব্য সুগঠন
কেশরী, শার্দ্দূল, করী, ময়ূর, মূরতি।
সুদর্শন, সুবৃহৎ, কৈছে সুশোভিত
লোহিত পথ দ্বিপার্শ্বে; শ্বেত স্বর্ণ আভে,
শোভিছে লোহিত পথ আর বর্ণে নানা ॥
কারুকার্য্য বিরচিত পট আচ্ছাদিত।
হইবে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মূরতি।
বেষ্টিত হইবে মূর্ত্তি স্তম্ভ চারিদিকে।
শোভিবে স্তম্ভের শিরে কীরিট উজ্জ্বল ॥
ভিক্টোরিয়া নাম সর্ব্ব প্রথম অক্ষর।
ভাতিবে উজ্জ্বল হয়ে মাল্যে বিরচিত ॥
সম্রাট গমন পথ অপর সকল।
স্তম্ভে মাল্যে বিশোভিত হৈবে পার্শ্বদ্বয়।
প্রতি স্তম্ভ শিরোদেশে হইবে শোভমান।
চারি পদ্ম, তদুপরি কীরিট ভূষণ।

ব্যাঘ্র চতুর্ম্মুখে হবে মাল্য সংযোজিত ॥
সম্রাট গমন পথ অন্তে বিরচিত
হৈছে এক মঞ্চ পদাবলী বিশোভিত
উপদেশ ; মূর্দ্ধে লয়ে শ্বেত শতদল।
তদুপরি সুবৃহৎ বিরাজে কীরিট।
ভারতাধিপত্য সম্রাটের পরকাশি ॥

কান্ সুকৃতিবলে সম্রাটবর জর্জ্জ পঞ্চম পিতৃসিংহাসন আরোহণে সক্ষম হইলেন; এবং ব্রতন্ সাম্রাজ্যের মহোন্নত ভাবের কারণ কি ?

কহিলেন দেবরাজ শচিবে সম্বোধি।
অমর আলয় ত্যজি আইনু মরতে
বহুক্ষণ* ; কহ এবে সারথি নিচয়ে
পুনর্যাত্রা কৈতে এবে বৈজয়ন্ত ধামে।
দেবেশ আদেশে তবে বিমান নিচয়।
চলিল অম্বরপথে অমর উদ্দেশ ॥
জিজ্ঞাসিল মন্ত্রিবর এবে প্রভু পাশে।

যুবরাজ বলি জর্জ্জ পঞ্চম ধীমান্‌।
পিতৃসিংহাসনে আজি কৈলা আরোহণ
সুকৃতি আছয়ে তাঁর কিবা যার বলে।
ব্রতন্‌ সাম্রাজ্য লাভে হইলা সক্ষম ?
মহোন্নত ভাব লাভ কৈলা কোনমতে।
সাম্রাজ্য; মহা ব্রতন্‌ ভারতবরষে ?
কহিতে লাগিলা এবে বাসব শচিবে।
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা বদান্যতা মহাগুণে
বিভূষিত চিরন্তন জর্জ্জ পঞ্চম।
জলযুদ্ধ বিদ্যা যুদ্ধ বিদ্যা শীর্ষস্থল
গণ্য দ্বীপ মহা ব্রতন্‌ সাগর বেষ্টিত।
বাল্যাবধি যুদ্ধ বিদ্যা করিলা অর্জ্জন
আজীবন, পিতৃআজ্ঞা পালি নৃপমণি।
ভ্রমিয়া মহা ব্রতন্‌ সাম্রাজ্য বিশাল
সকল বিভাগ, রাজ্য অন্য বৈদেশিক,
অচিরে লভিলা বহুদর্শিতার ফল
সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ আজি গুণমণি।
ব্রতন্‌ সাম্রাজ্যে ধন্য গণিছে সকলে।
হেন নৃপমণি লাভ কৈলা যে কারণ॥
দেবধর্ম্মাভাষ যথা আর্য্যধর্ম্ম ভবে।

আর্য্য বিদ্যা ভবে তথা দেব বিদ্যাভাষ ॥
দৈবশক্তিপূর্ণ আর্য্য বিদ্যা মন্ত্রপূত ।
কালের প্রভাবে আর্য্য বিদ্যাভাষচয় ।
দৈবশক্তি বিবর্জ্জিত হইলে ধরায়
প্রভাবে বিজ্ঞানালোকে কৈলা প্রস্ফুরিত
তা সবায় পুনঃ আজি ব্রতন্ নন্দন ।
বুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে সবে ভবে ॥
স্ফুরিত সকল বিদ্যা সাম্রাজ্যে ব্রতন্ ।
আজি জর্জ্জ পঞ্চমের অধিকারকালে ॥
সাহিত্য রচনা শক্তি অদ্বিতীয় ধরে ।
ব্রতন্ নন্দন বাক্য-বীর বাক্য-পটু ॥
দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, গণিত, জ্যোতিষ ।
স্থল জলযুদ্ধ বিদ্যা অস্ত্রাদি ভেষজ ।
নরলোকার্য্যোপযোগী যন্ত্র নানাবিধ
রাজধর্ম্ম সমাজাদি নীতি সমুদয় ।
ব্রতন্ সাম্রাজ্যে হেরি প্রচুর প্রভাব ॥
নির্ম্মাণি বাষ্পীয় রথ শত ক্রোশ দূরে ।
কতিপয় দণ্ডে তারে চালায় সকলে ॥
রচি ব্যোমযান তাহে চলে শূন্যপথে ।
বিহঙ্গম সম যথা করে অভিলাষ ॥

তাড়িৎ শক্তি প্রভাবে চালাইছে রথ।
বিজলীর দ্বীপজালি সদা ইচ্ছামত
কোটিইন্দু তারা প্রভা বিকাশে ভুবনে।
প্রেরিছে কৌশলে বার্ত্তা তাড়িৎ সংযোগে।
মুহূর্ত্তেক মধ্যে শত যোজন অন্তরে॥
বিজলী প্রভাবে চলে ব্যঞ্জন অদ্ভুত।
নিবারি দারুণ গ্রীষ্ম নর ইচ্ছামত॥
তাড়িৎ শক্তিতে বিনা তন্ত্রে সমাচার।
সুদূর জলধি পথে করিছে প্রেরণ॥
ভীষণ জলপ্রপাত হইতেছে পার।
রচিয়া বিমানে বাষ্পীয় রথ পথ॥
অগ্নি অস্ত্র সহযোগে আহ্বানি সমরে।
বারিদে করায় বারি সুস্নিগ্ধ সিঞ্চন।
জীবন বিহনে যবে আকুল ধরণী॥
সুদূর দুরবীক্ষণে দৃশ্য লক্ষ্য হয়।
অলক্ষ্য অনুবীক্ষণে দ্রব্য ক্ষুদ্র অতি
হইছে পরিলক্ষিত সুস্পষ্ট সতত॥
চালায়ে অর্ণব পোত সুযন্ত্র প্রভাবে।
ভ্রমিছে বাণিজ্য স্থাপি সর্ব্বত্র ধরায়॥
সুপ্রশস্তা তরঙ্গিণী দুনিবার গতি

স্বীয় অভিমত পথে চালাইছে তাহে
নদীতল নিম্নে পথ করিয়া খনন।
সংযোজে উভয়কুল অসাধ্য সাধন ॥
দুর্ভেদ্য অচলভেদি নির্ম্মাণিছে পথ।
নাদব্রহ্ম ধরি যন্ত্রে সঙ্গীত লহরী।
ছাড়ে ইচ্ছামতে তায় অপূর্ব্ব ঘটন ॥
চারুচিত্রে যন্ত্রে করে অঙ্কিত বহুল।
দেখায় যন্ত্র প্রভাবে দৃশ্য নানাবিধ
স্থাবর, জঙ্গম গতি কণ্ঠরব সনে ॥
সুবৃহৎ অট্টালিকা বল সহকারে।
করিতেছে স্থানান্তর অপূর্ব্ব ঘটনা ॥
শীত. উষ্ণ, ভূমিকম্প তারতম্য ভাব
যন্ত্র সহকারে করিতেছে নিরূপণ
দেহ যন্ত্র অভ্যন্তর পীড়া ও বিকার
যন্ত্রবলে নিরূপিয়া, করে প্রতিকার।
তাড়িৎ ও জল শকতি অবলম্বনে
মানব সৌকার্য্য নানা করিছে সাধন ॥
এইরূপে নানামতে দৈবৈশ্বর্য্য যত
ক্রমে লৈছে অধিকার বিদ্যা বুদ্ধিবলে
ভারতবরষবাসী আজি কর্ম্মফলে।

মন্ত্রের প্রভাবে লভ্য যাহা সুরালয়ে ॥
মায়ান্ধ মানব কভু স্বপনে না জানে।
অনন্ত অব্যক্ত কিবা শকতি মহান্
কি ভূলোকে, কি স্বলোকে, ব্রহ্মবিদ্যা ধরে ॥
বিভোর সংসার সুখে সদা ভ্রান্ত নর।
সুধাকর ব্রহ্ম বিদ্যা ত্যজে অবহেলে।
মানস উৎকর্ষপ্রদে জটিল মানিয়া।
সর্ব্ববিদ্যা শীর্ষ যেই জগতমণ্ডলে ॥
ব্রহ্মবিদ্যাবিৎ করে সদা উপভোগ।
ব্রহ্মানন্দ বিশ্বে লোমহর্ষণ অতুল ॥

কলিকাতা হইতে বিমানে বিমানদলের দিল্লীশিরে পুনরাগমন এবং বাসবের সম্রাটাগমন দর্শন ও বর্ণন।

মহা কোলাহল আর জয়বাদ্যধ্বনি
উঠিতেছে ঘন ঘন অম্বর প্রদেশে
চৌদিক হইতে নিম্নে; দিল্লীপুরে পুনঃ
বুঝি উপনীত মোরা এবে এতক্ষণে।
সচিবে সম্বোধি কহিলেন সুরেশ্বর।
কহিলেন সচিবেরে আদেশহ এবে ॥

সারথি নিচয়ে হেথা তিষ্ঠিবারে ক্ষণ।
হেরিতে বাসানা মম দিল্লী শোভা পুনঃ ॥
তিষ্ঠিল অম্বরে তবে বিমান নিচয়।
দেবেশ আদেশে এবে দিল্লী শিরোদেশে ॥
শচিবে সম্বোধি পুনঃ বাসব কহিলা।
হের শোভা মনোলোভা ইন্দ্রপ্রস্থ এবে ॥
সর্ব্ব পথবাহি অগণন অনিকিনি।
জয়বাদ্যে মাতাইয়া নগর চলিছে
সম্রাট গমন পথ উদ্দেশে সকলে,
আ দুর্গ অভিমুখে কাঁপায়ে ধরণী ॥
হইছে দণ্ডায়মান শ্রেণীবদ্ধ হয়ে।
সম্রাট গমন পথ দুই পার্শ্বে সবে ॥
প্রথম সৈনিক শ্রেণী সম্মুখে আবার।
হইছে দণ্ডায়মান অন্য সৈন্য শ্রেণী।
সম্রাট গমন পথ পার্শ্বে উভয় ॥
অবিশ্রান্ত গতি বহিতেছে জনস্রোত।
সম্রাট গমন পথ দুই পার্শ্ব স্থলে ॥
জনার্ণ। লে বাট, মাঠ, দিল্লীপুরী।
যুগল দর্শন এবে সবাকার আশা ॥
ভারতের প্রতিনিধি আর নৃপগণ।

শাসনকর্ত্তানিচয় ভারত বিভাগ।
নৌসৈন্যাধ্যক্ষ আর যত মহাজন।
অশ্ব ও যন্ত্রচালিত শকটারোহণে।
দুর্গ গড় অভিমুখে করিছে গমন।
সম্রাট শুভাগমন তথা অপেক্ষায়॥
চারিদিকে সৈন্যদল কাতারে কাতারে
সম্রাট গমনস্থলে শোভিছে সুন্দর।
করিলে অপেক্ষা বহুক্ষণ হেথা সবে।
সম্রাট বাষ্পীয় রথ উতরিলা হেথা।
সম্রাটের চিহ্ন নানা ধরি পুরোভাগে॥
শতঘ্নি গর্জ্জিল ঘন জলদ নির্ঘোষে।
দিল্লীপুরজনে ঘোষি সম্রাটাগমন॥
সম্রাটাগমন পথ শোভমান সেনা
সংখ্যাতীত অগ্নি অস্ত্র গর্জ্জিল অমনি
কড়কড় নাদে, যথা নিনাদে অশনি
ঘোর ঘন ঘটা যবে আবরে গগন
ভেদিয়া গগনপ্রান্ত কাঁপায়ে হৃদয়।
জয় রবে মাতাইল নগর অম্বর।
বাজিল ধরমালয়ে ঘণ্টা ঘন ঘন॥
ত্যজিয়া বাষ্পীয় রথ সাম্রাজ্ঞী সম্রাট।

সুচারু পটমণ্ডপে কৈলা অধিষ্ঠান ॥
দোঁহার সমীপে তথা লর্ড হার্ডিঞ্জ।
সমবেত মহাজন দিলা পরিচয় ॥
সমবেত সেনা দল করি নিরিক্ষণ।
দুর্গ অভ্যন্তরে পরে করিলা প্রবেশ।
সম্রাট সম্রাজ্ঞী দোঁহে সহ দলবল ॥
বিরাজিলা আসি তথা সাম্রাজ্ঞী সম্রাট
কারুকার্য্য বিশোভিত সুপট মণ্ডপে,
যথা নৃপগণ সবে সাম্রাজ্য ভারত
সাদরে বরণ দোঁহে কৈতে সমবেত
সাদর অর্চ্চনা সমবেত নৃপগণ।
করিয়া গ্রহণ তথা সাম্রাজ্ঞী সম্রাট।
নগর ভ্রমণ যাত্রা করিলেন এবে।
মহা সমারোহে দোঁহে রাজপথ বাহি ॥
বাজে রণবাদ্য তুর্গ করিয়া ধ্বনিত।
বাহিরিল সর্ব্ব অগ্রে দুর্গদ্বার বাহি
কৃষ্ণ ও লোহিতবাস করি পরিধান
দুই অশ্বারোহী চলে পশ্চাতে তাঁদের।
অগণন অশ্বারোহী লইয়া পশ্চাতে
শতঘ্নি অশ্ব শকট, অশ্ব আরোহণে

পরে চলে সঙ্গি সেনা, লয়ে আর সেনা
সমর বিভাগ উচ্চ, সৈন্যাধ্যক্ষ সনে।
দিল্লী রাজ ভাট পরে হৈছে অগ্রসর
তুরি ভেরি বাদ্যকর লইয়া পশ্চাতে
শ্বেত অশ্বারোহী শ্বেত বস্ত্র সুসজ্জিত;
স্বর্ণসূত্রে কারুকার্য্য বিভূষিত নানা।
রেশম নিৰ্ম্মিত শ্বেত ধ্বজা ধরি করে॥
পরিখার সেতু পর হইবারকালে।
বাজাইলা তুরি ভেরি ইহারা সকলে।
ঘোষিয়া সম্রাট যাত্রা নগর ভ্রমণ॥
হৈছে পরে অগ্রসর শরীর রক্ষক
ভারতের প্রতিনিধি অশ্বারোহী সেনা,
আর রাজ কৰ্ম্মচারিনিচয় সদলে।
পরে চলে সম্রাটের কৰ্ম্মচারি সবে।
আর সম্রাট প্রাসাদ কৰ্ম্মচারি যত
গোয়ালিয়ার বিকানির নৃপগণ লয়ে।
সম্রাট দেহরক্ষক অশ্বারোহী সেনা
ক্রমে রাজপথ বাহি হৈছে অগ্রসর।
অশ্ব আরোহণে সাম্রাজ্ঞীর সহোদর।
সৈন্যাধ্যক্ষ পার্শ্বে অগ্রসর হৈছে পরে॥

ঔর্ব্ব* দেশজাত শ্বেত অশ্ব আরোহণে
চলিছে সম্রাটবর লইয়া পশ্চাতে
ভারতের মহামন্ত্রী আর প্রতিনিধি ॥
ষষ্ঠ-শ্বেত অশ্ব সংযোজিত দিব্য যানে
আরূঢ় হৈয়া সাম্রাজ্ঞী চলিছেন পরে।
রাজছত্রদ্বয় শোভে তাঁর বর শিরে ॥
সাম্রাজ্ঞীর অশ্বযান পশ্চাতে চলিছে।
সমরবিভাগভুক্ত সাম্রাজ্য ভারত।
ভারত নরেন্দ্র যত রাজবংশধর।
অশ্ব আরোহণে শ্বেত বাস সুসজ্জিত।
সুনীল উষ্ণীষ কোটিবন্ধ সুশোভিত।
স্বর্ণ রৌপ্য অশ্বযানে রতন খচিত।
নানারত্ন বিভূষিত হইয়া সকলে।
ভারতের নৃপগণ সহ দলবল।
কত শত, হইছেন অগ্রসর ক্রমে ॥

সভাক্ষেত্রের শোভা দর্শন ও বর্ণন।

হের সভাক্ষেত্র শোভা এবে মন্ত্রিবর।
নরেন্দ্র পটমণ্ডপ ভূভাগনিচয়

* অধুনা আরব শব্দ ঔর্ব্ব শব্দের অপভ্রংশ মাত্র; পুরাকালে ঔর্ব্ব ঋষির নামে আরব ঔর্ব্ব নামে খ্যাত ছিল। পুরাণ।

হয়ে বিশোভিত পুষ্পে, মূরতি সুন্দর,
লোহিত পথনিচয় মনোহর অতি,
সুবর্ণ মণ্ডিত দ্বিপাধার অগণন।
স্ব স্ব প্রাসাদ তোরণ আর সিংহদ্বার
অনুরূপ প্রবেশের দ্বারাদি শোভিত।
প্রমোদ উদ্যান শোভা ধরিছে সকলে॥
উদ্যান মাঝারে পটমণ্ডপ নিচয়
হয়ে সংযোজিত মাল্যে পতাকানিচয়
—বহুমূল্য বস্ত্র স্বর্ণ সূত্রে বিশোভিত—
অমরনিন্দিত শোভা বিকাশে হেথায়।
নগর পটমণ্ডম রাজপথচয়।
তোরণ ও সিংহদ্বার বিবিধ বিধানে
হইয়া ভূষিত নানা পতাকা সুন্দর
—বিবিধ বরণ বহুমূল্য সুদর্শন,—
সম্পাদে সরগ শোভা মরতে হেথায়॥

দিল্লী সভাস্থল দর্শন ও বর্ণন।

মহা সভা অধিবেশ হইবেক আজি।
প্রভাত হইতে হের সৈন্য দলে দলে
রাজপথবাহি চলে সবে সভাস্থলে,

সম্রাট গমন পথে হৈতে শোভমান।
জয়বাদ্যে মাতাইয়া নগর অম্বর ॥
সভাস্থল মাঝে দুই সুপ্রসস্ত মাঠে।
সুসজ্জিত হইয়া হৈছে দণ্ডায়মান।
বিংশতি সহস্র সেনা লোহিত বসনে ॥
পশ্চাতে ও পুরোভাগে মহা সভাস্থল
শোভে সেনাদল সবে কাতারে কাতারে ;
দক্ষিণে ও বামে সভা শোভে সেনাদল।
উত্তরে কাশ্মীর আর দক্ষিণে সিংহল।
পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ আর পশ্চিম সীমায়
অপগণ* স্থান মধ্যে যতেক ভূভাগ
শাসনকর্ত্তানিচয়, আর নৃপগণ,
সবে হেথা সমবেত সভাস্থলে আজি।
গরজে শতঘ্নি ঘন গম্ভীর নির্ঘোষে।
ঘোষি সমারোহে যাত্রা সম্রাট সভায় ॥
জয়রব স্রোত ক্রমে হৈছে অগ্রসর।
অশিতি সহস্র জন নয়ন যুগল।
রাজপথ আকর্ষিত হৈল সভাস্থল ॥
অশ্বারোহী অগণন হৈছে অগ্রসর।

* অধুনা আফগানি স্থানের প্রাচীন আর্য্য নাম অপগণ স্থান ছিল। পুরাণ।

সম্রাট সাম্রাজ্ঞী অশ্বযান ক্রমে ক্রমে।
সভাস্থল মধ্যভাগে উপজিল আসি॥
জয়রবে বিকম্পিত হৈল সভাস্থল।
জয়বাদ্যদল সবে উঠিল বাজিয়া।
উঠিলা ত্যজি আসন সসম্ভ্রমে সবে॥
সুচারু পটমণ্ডপে সভাস্থল মাঝে।
বসিলেন আসি দোঁহে সাম্রাজ্ঞী সম্রাট।
উড়িল জয়পতাকা সভাগৃহ শিরে॥

সম্রাটের সমবেত সভাসদ্গণের উদ্দেশে বক্তৃতা।

শতঘ্নি ভীম গর্জ্জন হইবারে স্থির,
সম্রাট ত্যজি আসন সমবেত সবে
সম্বোধিয়া, ধীরে ধীরে লাগিলা কহিতে।
"পরম আনন্দ হৃদে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা
সম্মুখে তোমা সবার দাঁড়াইনু আজি।
মহোন্নত রাজকার্য্য সমূহ সাধনে
যাপিলাম এ বৎসর সাম্রাজ্ঞীর সনে,
সুখে বহি শ্রমভার মোরা দুইজনে।
স্থান কাল ব্যবধান সত্ত্বেও আবার

সুগস্মৃতি আকর্ষিল মোদের হেথায়।
স্নেহডোরে বান্ধিলেক ভারত গোদের।
যবে দোঁহে এসেছিনু মোরা পূর্ব্বে হেথা॥
তেঁই গৃহ সমাদর ভুঞ্জিবারে পুনঃ।
সুদূর সাগর পার হৈয়া মোরা দোঁহে।
বড় আশা করি পুনঃ আসিলাম হেথা॥
পূর্ণ মনস্কাম আজি আসিয়া হেথায়
যাহে প্রকাশিনু মম শুভ সমাচারে
বিগত জুলাই মাসে, আসিয়া ভারতে,
সাম্রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা ঘোষিব আমার,
ঈশ্বর কৃপায় যবে হৈল ন্যস্ত শিরে
মম, পূর্ব্বপুরুষের উজ্জ্বল কিরীট
বিহিত বিধানে পূর্ব্ব ধর্ম্ম প্রথামতে,
বিগত জুন মাসের দ্বাবিংশতি দিনে;
ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি ধর্ম্মালয়ে যবে
সাম্রাজ্যাভিষেক মম হৈল সমাধান।
আইনু হেথায় আমি সম্রাজ্ঞার সনে।
হৃদয়ের স্নেহাবেগ দেখাতে মোদের
রাজভক্ত নৃপগণ প্রজাপুঞ্জ প্রতি।
ভারতনিবাসী সুখ সমৃদ্ধি বিষয়

মোদের আরাধ্য কত দেখাতে সবায়।
বাঙ্গালা যাঁহারা নাহি কৈলা যোগদান।
অভিষেক মহাকার্য্যে প্রীতিপূর্ব্বে মম।
হেথা আসি তাঁরা সবে কৈবে যোগদান
অভিষেক স্মরণার্থ কার্য্যে ভারতের॥
বিপুল আনন্দ আমি কৈনু উপভোগ
সম্রাজ্ঞীর সনে আজি পরম সন্তোষে
বহুজনে সমবেত নেহারি সভায়,
নেহারি শাসনকর্ত্তা নিচয় আমার
আর কর্ম্মচারি যত বিশ্বাসভাজন,
নরেন্দ্র সকলে মম ভারতনিবাসী
প্রতিনিধি সবে,—আর প্রতিনিধিচয়,
ভারত সাম্রাজ্য মম সগর বিভাগ।
পরম সন্তোষে আমি করিব গ্রহণ।
রাজভক্তি, নিবেদন ও অভিবাদন
সবিশেষ পরিচয় লভিলাম আমি,
স্নেহ ও সহানুভূতি শুভাধ্যায়ী ভাব
শৃঙ্খলে মিলিত নৃপ, প্রজাগণ সনে
মম, আমি আজি চিরস্মরণীয় দিনে।
এ সদ্ভাব চিহ্ন রূপে করিয়াছি স্থির

প্রদানিব সবিশেষ অনুগ্রহ মম
অভিসেক স্মরণার্থ সুবিচার মতে,
প্রধান শাসনকর্ত্তা মম যাহে হেথা
ক্ষণপরে ঘোষিবেন সভাস্থ সকলে।
স্বত্ত্ব অধিকার সংরক্ষণ পক্ষে তব,
পূজ্য পূর্ব্বপুরুষের আশ্বাস বচন
কৈনু গোরা প্রবর্ত্তিত এ সুযোগে পুনঃ
সানন্দে প্রকাশি মম একান্ত কামনা।
শান্তিসুখ ও সমৃদ্ধি তোমাদের লাগি॥
দয়াল ঈশ্বর দয়া করে রক্ষা যেন
প্রজাদলে মম ; যেন করয়ে আমায়
সক্ষম যতনে মম করিতে বর্দ্ধন
শান্তিসুখ ও স্বচ্ছন্দ প্রজাপুঞ্জ মম।
সস্নেহে অভিবাদন করিতেছি মোরা।
করদ নরেন্দ্র প্রজা সমবেত সবে॥"
সম্রাটের সুধাভাষ হৈলে সমাপন।
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী কৈলা সাদরে গ্রহণ।
রাজভক্তি নিবেদন ও অভিবাদন।
সমবেত নৃপগণ আর মহাজন॥
ত্যজিয়া আসন পরে সাম্রাজ্ঞী সম্রাট

সভা মধ্যদিয়া গেলা পাত্র মিত্র সনে
সম্রাট পটমণ্ডপে সুচারু দর্শন।
উচ্চ সিংহাসন তথা করিয়া গ্রহণ।
হৈলা দৃশ্যমান্ দোঁহে সর্ব্বসভাজন॥
হের অপরূপ কিবা শোভা মহাসভা।
অনন্ত বাসুকি দেব সহস্র আনন
বুঝি অশক্ত বর্ণিনে সভার মহিমা।
ধরাবাসী কতশত জন শুপ্রবেশে।
সমবেত হেথা নিরখিতে সভা শোভা॥
ভারতের প্রতিনিধি ত্যজিয়া আসন।
কহিলেন পাঠ পত্র সম্রাট ঘোষণা।
আনন্দে শুনিল যাহা সভাসদ্‌গণে॥

সম্রাটের রাজধানী পরিবর্ত্তন ও বঙ্গবিচ্ছেদ রহিত বিষয়ক বক্তৃতা।

সম্রাট ঘোষণাপত্র পাঠ সমাপনে।
সম্রাট ত্যজি আসন সভাসদোদ্দেশে
অমিয় বচনাবলী করিলা প্রয়োগ॥
"আনন্দে ঘোষণা মোরা কৈছি প্রজাগণে।

শচিবনিচয় মম মন্ত্রণার মতে,
পরামর্শমতে আর সহ সভাসদ
ভারত শাসনকর্ত্তা প্রধান আমার,
করিয়াছি স্থির কৈতে স্থানান্তর স্থল
ভারত শাসন কার্য্য কলিকাতা হতে,
সুপ্রাচীন রাজধানী নগর দিল্লীতে।
রাজকার্য্যস্থল স্থানান্তর নিবন্ধন,
ব্যবস্থা সমকালীন হৈলা অনুষ্ঠিত॥
বাঙ্গলা বিভাগ সৃষ্ট হইবে অচিরে
শাসনকর্ত্তা অধীন; আর প্রতিনিধি
শাসনকর্ত্তা অধীন শীঘ্র সৃষ্ট হবে,
বিহার, উড়িষ্যা আর ছোটনাগপুর,
স্বতন্ত্র বিভাগ, রাজ সভা সমন্বিত।
রাজ কার্য্যাধ্যক্ষাধীন হইবে আসাম॥
ব্যবস্থা আনুসঙ্গিক পরিবর্ত্তনাদি
রাজকার্য্য, আর কাষ্য সীমা নির্দ্ধারণ,
প্রধান শাসনকর্ত্তা ভারতবিভাগ
সহ সভাসদ্‌মতে হবে ব্যবস্থিত,
ভারত শচিব সভা সন্মতি মতে।
একান্ত বাসনা আমাদিগের এখন।

রাজকার্য্য বিষয়ক পরিবর্ত্তনাদি
রাজ্য সুশাসন যেন হয় অনুকূল ;
প্রিয় প্রজাপুঞ্জ মম সমৃদ্ধি ও সুখ
করিতে বর্দ্ধন সবে হয় হে সক্ষম।"
"বঙ্গসুত হৃদিশেল কৈলা উৎপাটন
সম্রাট জর্জ্জ পঞ্চম আসিয়া ভারতে
হায় ! এতদিনে যুক্ত করি বঙ্গ পুনঃ।
দীর্ঘায়ু হইয়া যেন সাম্রাজ্ঞী সম্রাট।
বিপুল সাম্রাজ্য সুখ ভুঞ্জে আজীবন॥"
বিতাবরী সমাগত এবে দিল্লীপুরে।
হের কি অপূর্ব্ব শোভা সভাক্ষেত্র ধরে॥
লক্ষ লক্ষ বিজলীর আলোকমালায়
প্রদীপ্ত ভাতিছে পটমণ্ডপ নগর
নৃপগণ রাজদ্বার তোরণাদি নানা
দামামা ধ্বনিত হয়ে, শোভে সমুজ্জ্বল।
যথা হৈমদ্বার নানারতনে খচিত॥
কোটিইন্দু তারা যেন পড়েছে খসিয়া।
অনন্ত আকাশ হতে সভাক্ষেত্রে আজি॥

সম্রাটবর পঞ্চম জর্জ্জকে ভারতবাসীর সাদরে আহ্বান ও অভ্যর্থনা।

এস রাজরাজেশ্বর সাম্রাজ্ঞী সহিতে।
ভারত সাম্রাজ্যে তব ভূস্বর্গ ধরায়।
দেববাঞ্ছা পরম পবিত্র পুণ্যধামে॥
ভারত সন্তান সবে মহোৎসবে মাতি
যথাসাধ্য আয়োজন কৈছে বহুকাল,
বিহিত বিধানে পূজা কৈতে তোমাদের।
করহ গ্রহণ আসি ভক্তি পূজা হেথা।
রাজভক্ত প্রজাপুঞ্জ ভারত এখন॥
কমলা প্রসন্ন অতি তোমাদের প্রতি।
কেবল ভারতবর্ষ ভারত নিবাসী
না হও তোমরা পূজ্য ; কিম্বা বসুন্ধরা
সসাগরা সদ্বীপা বিশাল মহান্
অথবা অমর লোক অমর কিন্নর ;
গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য্য, চন্দ্র, তারারাজি।
সমগ্র জগতবাসী পূজ্য হে তোমরা॥
সমগ্র জগতবাসী কাম্যফল আশে

স্ব স্ব কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে হেথা আসি।
সর্ব্ব কর্ম্মে রাজপূজা আছে ব্যবস্থিত।
সে পূজা তোমরা লাভ করিবে এখন ॥
ধন্য গণি তোমাদের স্বার্থক জনম।
সুরাসুর সর্ব্বলোক পূজ্য হে তোমরা।
বিশ্ববাসী পূজ্য দোঁহে তোমরা এখন ॥
মহাব্রতন্ মহাব্রত হেরি উদযাপিত
সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জে, সাম্রাজ্ঞী মেরীতে

সমাপ্ত